গৃহ চিত্র।

(সামাজিক উপন্যাস)

২য় অংশ।

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় বি, এ,

প্রণীত।

কলিকাতা ;

সিক্‌দার বাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও

সাধারণ পাঠাগার হইতে

শ্রীবাণীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩০৫ সাল।

PRINTED BY PREO NATH GHOSE, AT THE

HINDU PRESS,

61, Aheereetollah Street, Calcutta.

প্রকাশকের মন্তব্য।

পুস্তকখানি আকারে অতি বৃহৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাঠকগণের পড়িবার কালে ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার ভয়ে, ইহাকে দুইখণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করিলাম। আবার অনেকে পুস্তক সর্ব্বদা হাতে হাতে থাকিবার সুবিধার জন্য ক্ষুদ্রাকার পুস্তক পাইতে ইচ্ছা করেন, সে কারণেও ইহাকে দুইখণ্ডে বিভক্ত করিলাম। প্রথম অংশে প্রধান নায়িকার মৃত্যু পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে, শেষ অংশে প্রধান নায়কের দুষ্কৃতির চরমফল পর্য্যন্ত দেখান হইবে। ইহাদের আনুসঙ্গিক চরিত্র সকল যথাযথ স্থানে চিত্রিত আছে। এরূপ বিভাগে পাঠকগণের বোধ হয়, কোন প্রকার কষ্ট বা হানি হইবে না। ইতি ১লা শ্রাবণ, সন ১৩০৫ সাল।

সিকদার বাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার। } শ্রীবাণীনাথ নন্দী, প্রকাশক।



গৃহ চিত্র

২য় অংশ।

ভবেশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মনোরমা যে ভীষণ শোক পাইয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন দীর্ঘকাল বিদ্যমান ছিল। তিনি অনেকদিন কাহারও সহিত হাসিয়া কথা কহেন নাই, বা কোন উৎসবে যোগ দেন নাই। যেখানে দশজন স্ত্রীলোক সমবেত হইতেন, মনোরমা সেখানে যাইতেন না। কেবল নির্জ্জনে বসিয়া কি ভাবিতেন। কখন কখন চিন্তায় এতই গাঢ় নিবিষ্টা হইতেন যে, খগেনের ক্রন্দনধ্বনি সে একাগ্রতা ভাঙ্গিতে পারিত না। মনোরমা কয়েকবার অন্যমনস্ক ভাবে "যাই দিদি" বলিয়াছিলেন; এবং

মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে চীৎকার করিয়া "দিদি, দিদি! বিমল, মা!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন। অন্ধকারময় রজনীতে জল ঝড় ও বিদ্যুৎ হইলে, বিমলের মৃত্যুর রাত্রি মনে পড়ায় তিনি অধীরভাবে কাঁদিতেন।

একদা অপরাহ্নে বারম্বার মনোরমাকে ডাকিয়া উত্তর না পাওয়ায়, হরিচরণের মাতা উপরে আসিয়া দেখিলেন, তিনি নিবিষ্ট-মনে কতকগুলি পত্র পাঠ করিতেছেন। বধূমাতার তাৎকালিক সাশ্রুনয়ন ও দীর্ঘশ্বাস গভীর মনোবেদনা জ্ঞাপন করিল। বৃদ্ধা ব্যস্ত-সমস্তভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি মা, চখে জল কেন? কি হ'য়েচে? ও কার চিটি প'ড়চ?" মনোরমা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—"না মা, কিছু হয়নি। মনটা কেমন ক'ত্তে লা'গল, তাই দিদির চিঠিগুলো পড়ছিলাম। দিদি শেষে কেবল এই চিটি-ক'খানিমাত্র রেখে গিয়েচেন।" বৃদ্ধার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। বিজয়ার শেষ মুহূর্ত্তের মহান্ ও পবিত্র বচনাবলী মনোরমার শ্রবণবিবরে অহরহঃ ধ্বনিত হইতেছিল। যখনই সেই দৃশ্য মনে পড়িত, তখনই তিনি স্তম্ভিত হইতেন, এবং অবিরল-ধারে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। সে অশ্রু যেন বিজয়ার উদ্দেশে বলিত 'দিদি, তোমার অভাবে জীবন যাপন কি কষ্টকর!'

হরিচরণের মাতা ও হরিচরণ এই সকল ঘটনায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। অবশেষে হরিচরণের শ্বশুরের অভিপ্রায়ানুসারে মনোরমাকে কলিকাতায় আনা স্থির হইল। মনোরমা খগেনকে লইয়া পিত্রালয়ে বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে তিনি অল্পে অল্পে শোকদৃশ্য ভুলিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার মন প্রকৃতিস্থ হইল।

কৃত্তিবাস কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি এক্ষণে ঘোর প্রতিহিংসা-পরায়ণ। দেবতা সাক্ষী করিয়া শপথ করিয়াছেন, যতদিন দুর্ব্বৃত্ত ভবেশের সর্ব্বনাশ করিতে না পারিবেন, ততদিন তাঁহার একটী প্রধান কর্ত্তব্য সাধন হইবে না। এমন কি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও যদি ভবেশকে সমুচিত শাস্তি দিতে পারেন, তাহাও পণ।

একদিন কৃত্তিবাস গৃহে বিমর্ষভাবে বসিয়া আছেন। বিজয়া ও বিমলার কথা অহর্নিশ তাঁহার মনে জাগরূক রহিয়াছে। অভাগিনী বিজয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুখভোগ করিল না, আর ভবেশই তাহাদের সকল দুঃখের মূল! এই ভাবিয়া কৃত্তিবাস মুহুর্মুহু দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। একখানি পুরাতন সংবাদপত্রের উপর তাঁ'র দৃষ্টি পতিত হইল। মনকে বষয়ান্তরে নিয়োজিত করিবার জন্য, তিনি সেই কাগজখানি লইয়া পড়িতে লাগিলেন। যে অংশটীতে তাঁহার চক্ষু পড়িল, তাহার কিয়দংশ তিনি ইতিপূর্ব্বে পাঠ করিয়াছিলেন, পাঠক বুঝিতে পারিবেন,—কিন্তু কৃত্তিবাসের সে সংজ্ঞা ছিল কি না, বলা যায় না। তিনি পড়িতে লাগিলেন :—

"বিগত ৭ই ফাল্গুন শনিবার রাত্রিতে * * গলির বিনোদিনী নাম্নী এক বারবনিতার গৃহে চুরি হইয়া গিয়াছে। ভদ্রবেশ-ধারী চোর বেশ্যাকে নৃত্য-গীতে প্রবৃত্ত করাইয়া, কৌশলে মাদক-দ্রব্য-মিশ্রিত মদ্য পান করাইয়াছিল। মদ্যপানের কিয়ৎক্ষণ পরে সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে; দুষ্ট সেই সুযোগে তাহার

বাক্স ভাঙ্গিয়া কয়েক কেতা নোট, এবং কয়েকখানি বহুমূল্য গহনা লইয়া অদৃশ্য হয়। পরদিন পুলিসের অনুসন্ধানে প্রকাশ হয় যে, চুরির রাত্রিতে উক্ত বেশ্যালয়ের সম্মুখস্থ পানের দোকানে ভদ্রবেশধারী একজন লোক অল্পক্ষণের জন্য আশ্রয় লইয়াছিল। পানওয়ালা বলে যে, তাহার ভাবভঙ্গি ও কথা-বার্ত্তা বিশেষ সন্দেহজনক। সম্ভবতঃ এই ব্যক্তির সন্ধান হইলে চুরির কিনারা হইবে।”

হঠাৎ কৃত্তিবাসের একটা কথা মনে পড়িল। তিনি ব্যগ্রভাবে পুনরায় সংবাদটী পাঠ করিলেন। দুইবার তিন-বার পড়িলেন। তাহার পর মনঃসংযোগ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে একটু হাসি দেখা দিল; সে হাসি বড়ই কুটিল। প্রতিহিংসার উত্তেজনায় সে সৌম্য মুখখানি অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিল। কৃত্তিবাস আনন্দে বলিয়া উঠিলেন—“ঠিক হয়েচে!! ধন্য ভগবান্, ধন্য তোমার বিচার! আজ বুঝিলাম, ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম! পাপী স্বীয় বিনাশের জাল নিজেই বহন করে, সময়ে সেই জালে গাঢ়বদ্ধ হইয়া সমুচিত দণ্ড ভোগ করে। থাক্ নরাধম, এইবার তোকে বুঝিয়া লইব!” কি ভাবিয়া পুনরায় বলিলেন,—“আমার ইহাতে প্রকাশ্যে লিপ্ত থাকা নানা কারণে বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব অপরের দ্বারা কার্য্য সাধন করাই যুক্তিযুক্ত। বিনোদ * * থানার ইন্‌স্পেক্টর; সুতরাং অতি সহজে আমার বাসনা পূর্ণ হইবে।” কাগজখানি লইয়া বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক কৃত্তিবাস তৎক্ষণাৎ বাহির হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

* * থানার ইন্‌স্পেক্টর বিনোদলাল ঘোষ একজন নামজাদা পুলিস কর্ম্মচারী। বয়সে প্রবীণ না হইলেও কার্য্যদক্ষতায় তিনি অল্পদিনের মধ্যেই বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন! ডিটেক্‌টিভ বিভাগেই তাঁহার যশ অধিক, এবং তাহাই তাঁহার উন্নতির সোপান। বহুসংখ্যক জটিল চুরি ও খুনের উদ্ধার করিয়া, তিনি সাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। বিনোদবাবু মধ্যমাকৃতি, এবং খুব বলিষ্ঠ দেহ। তাঁহার নয়নদ্বয় অদম্য উৎসাহ ও তেজোব্যঞ্জক, অথচ কঠোরতা-বর্জ্জিত; মুখে হাসির সহিত গাম্ভীর্য্য এবং ব্যবহারে অমায়িকতার সহিত ধৈর্য্য একাধারে লক্ষিত হইত। এতাদৃশ গুণাবলীর সমাবেশ পুলিসকর্ম্মচারীতে খুব অল্পই দৃষ্ট হয়। ফলতঃ সাধুরা তাঁহাকে সম্মান করিতেন, এবং দুষ্টেরা ভয় করিত।

একদা প্রভাতে বিনোদবাবু তাঁহার আপিস গৃহে একজন অধস্তন কর্ম্মচারীর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। উভয়ে বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে কতকগুলি কাগজ পত্র পাঠ ও তৎসম্বন্ধে বিবিধ মতামত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শেষে আলোচ্য বিষয়ের কিছুই মীমাংসা করিতে না পারিয়া, ইন্‌স্পেক্টর বাবু ক্ষুণ্ণমনে কর্ম্মচারীকে বিদায় দিলেন। পাহারাওয়ালারা সসজ্জ শ্রেণীবদ্ধ দণ্ডায়মান হইয়া, রাউণ্ড বদলের

হুকুম অপেক্ষা করিতেছিল। বিনোদবাবু বাহিরে আসিয়া বিভিন্ন সঙ্কেতে শ্রেণী পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক অভিযানের হুকুম দিলেন। প্রহরীগণ সেলাম করিয়া দলে দলে তালে তালে পা ফেলিয়া বাহির হইল।

আপিসগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিনোদবাবু দেখিলেন, বাল্যবন্ধু কৃত্তিবাস তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে সাদর-সম্ভাষণ করিয়া বিনোদবাবু বলিলেন—"কৃত্তি, ভাল আছ ত ভাই?"

কৃত্তিবাস—"হাঁ। তুমি ভাল আছ?"

বিনোদ—"একরকম। আজকাল ভাই, কাজের বড়ই চাপাচাপি। তিলার্দ্ধ অবকাশ নাই। যা'হ'ক, অনেকদিন পরে তোমাকে দেখে বড় সুখী হ'লাম।"

কৃত্তিবাস—"ভাই, তোমার কাজে বাধা দেবনা। একটা বিশেষ প্রয়োজনে আজ এসেচি। কাজটা তোমারই, আমার সাহায্যে সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। গোপনে তোমার সঙ্গে গুটিকতক কথা আছে। অন্য লোকে সেকথা প্রথমে শুনিলে কার্য্যহানি হইতে পারে।"

বিনোদ—"কি কথা ভাই? নিঃসঙ্কোচে বল। এখানে আর কেহ নাই।"

কৃত্তিবাস (পকেট হইতে সংবাদ পত্র বাহির করিয়া)— "আচ্ছা আগে এই টুকু প'ড়ে দেখ।"

বিনোদ বাবু পাঠ করিয়া সবিস্ময়ে কৃত্তিবাসের মুখের দিকে চাহিলেন। কৃত্তিবাস বলিলেন—"কেমন? ও চুরির কোন সন্ধান ক'র্ত্তে পেরেচ?"

বিনোদ—"আশ্চর্য্য! এই মাত্র জমাদারের সঙ্গে এই চুরির কথাই হচ্ছিল। কস্মিনকালে যে ওর সন্ধান হবে, সে আশা নাই। কিন্তু তুমি কেন জিজ্ঞাসা কল্লে?"

কৃত্তিবাস (মৃদুস্বরে)—"বিনোদ, আমি যদি সন্ধান দিতে পারি।"

বিনোদ—"য়ঁ্যা, বল কি ভাই, তুমি? তুমি এ চুরির—।" কথা শেষ না হইতেই কৃত্তিবাস বিনোদ বাবুর স্কন্ধে হাত দিয়া বলিলেন—"চুপ্, কেউ যেন শু'নতে না পায়। আমার সাহায্য নাও, ত চোর মাল-সমেত গ্রেপ্তার হবে।"

বিনোদ—"ভাই, এ চুরির যদি কিনারা কত্তে পার, তবে তোমার কেনা হ'য়ে থা'কব।"

কৃত্তিবাস—"কিন্তু সাহায্য করার পূর্ব্বে আমার একটা প্রস্তাবে তোমাকে সম্মত হ'তে হ'বে। নইলে আমি একাজে হাত দেব না।

বিনোদ—"বল, কি প্রস্তাব।"

কৃত্তিবাস—"আমার পরামর্শ মত কাজ ক'ল্লে চোর নিশ্চয়ই ধরা প'ড়বে; কিন্তু আমি যে এতে লিপ্ত আছি, তুমি ছাড়া আর কেউ তা জানবে না। আমি সম্পূর্ণ তফাতে থাক্‌তে চাই।"

বিনোদ—"সে ত খুব সহজ। আমাদের সঙ্গে হাতে কলমে যোগ না দিলেই হ'ল।"

কৃত্তিবাস—"আর একটা কথা। চোর কে, এবং তা'কে ধরার উপায় কি, আমি কেবল তাই ব'লব। কি ক'রে আমি এ চুরির ব্যাপার জান্‌তে পেলাম, সে কথা আমাকে

জিজ্ঞাসা কত্তে পার, কিন্তু সকল প্রশ্নের উত্তর পাবে না। আমি আপনা হ'তে যা ব'লব, তা'তেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।"

বিনোদ—"ভাল। চোর এবং মাল পেলেই হ'ল। চুরির ইতিহাসে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আর খুলে ব'লতে কি, তুমি গা ঢাকা হ'লে আমাদের বাহাদুরীটেই ভরপূর হবে। সুতরাং আমাদের সেটা লাভ বই লোকসান নয়! এখন ব্যাপার কি শুনতে পাই?"

কৃত্তিবাস—"তবে শোন। এ চুরিটা রাত্রি দুপুরের সময় হয়, কেমন?"

বিনোদ—"হ্যাঁ, দুপুরের কাছাকাছি।"

কৃত্তিবাস—"আমি যাকে চোর ব'লে সন্দেহ করি, তাকে সেইদিন রাত্রি প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত বেশ্যাটার বাড়ীতে আমোদ প্রমোদ ক'ত্তে দেখিচি। 'দেখিচি' অপেক্ষা 'শুনিচি' ঠিক, কারণ লোকটাকে যখন সেই বাড়ীতে প্রবেশ ক'ত্তে দে'খলাম, তখন দশটা, তারপর এগারটা পর্য্যন্ত গান বাজনা হ'ল! এগারটার পর আমি সেস্থান ত্যাগ ক'রলাম। যখন সেস্থান ত্যাগ ক'রেছিলাম, তখনও আমোদ প্রমোদ হচ্ছিল। আমি তাহাকে বাহিরে আসিতে দেখি নাই।"

বিনোদ।—"ভাই একটা কথা জিজ্ঞাসা কত্তে পারি কি? দশটা থেকে এগারটা পর্য্যন্ত তুমি কোথায় ছিলে, এবং কি উদ্দেশেই বা ছিলে।"

কৃত্তিবাস—"এক কথায়, আমিই সেই পানওয়ালার দোকানের আগন্তুক। কোন কারণে আমি সেই বদমায়েসটার পেছু নিয়েছিলাম।"

বিনোদ—"ওঃ, কৃত্তি, বড় আশ্চর্য্য! তবে ত দেখতে পাচ্চি, এতদিন তোমারই সন্ধান পাইনি। তুমি যদি আপনা হ'তে আজ ধরা না দিতে, তা' হ'লে কখনও তোমার সন্ধান পেতাম না।"

কৃত্তিবাস—"কি জন্য তার পেছু নিয়েছিলাম, তা ব'লব না; কিন্তু সেই দিন তার চুরি করা মতলব ছিল, তা আমি জা'নতাম না। তবে এ পর্য্যন্ত জানি যে, সে পিশাচ দুশ্চরিত্রতার পথে এত দূর অগ্রসর হ'য়েচে যে, অনায়াসে নরহত্যা ক'রতে পারে, চুরি ত সামান্য। তা'র অন্তর পাষাণের ন্যায় কঠিন।" বলিতে বলিতে কৃত্তিবাসের মুখ বিবর্ণ হইল।

বিনোদ—"কৃত্তি, তোমার কথাগুলি প্রহেলিকা ব'লে বোধ হচ্চে। যা হ'ক, লোকটা কে?"

কৃত্তিবাস—"ভবেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।"

বিনোদ—"বন্দ্যোপাধ্যায়! বামনের ছেলে! (হাসিতে হাসিতে) এবং কুলীন চূড়ামণি! বল্লালীমত বুঝি আর চলে না; যেহেতু কুলীনের একটী গুণ বেড়ে গেল। যাক্; সে থাকে কোথায়? কি করে?"

কৃত্তিবাস—"পূর্ব্বে * * রাস্তায় * * নম্বর বাড়ীতে ছিল। সদাগর আপিসে একটা কাজ ক'রত। সে কাজ গিয়েচে। এখন * * গলির বিরাজ নামে একটা বেশ্যার একান্ত অনুগত হ'য়ে পড়েচে। চোরা মাল যে এই বিরাজের কাছে পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

বিনোদ—এখন কি উপায়ে চোরামাল পাওয়া যাবে?"

কৃত্তিবাস (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া)—"চোরা মালের কোন তালিকা তোমাদের কাছে আছে?"

"হ্যাঁ আছে বৈকি" বলিয়া বিনোদবাবু একটা আলমারি হইতে কয়েকখানি কাগজ বাহির করিলেন। কৃত্তিবাস তালিকা পাঠ করিয়া বলিলেন "দেখ ভাই, চোরা জিনিষের বেশীর ভাগ নোট এবং নগদ টাকা। গহনার মধ্যে এক জোড়া অনন্ত, একটা আংটী ও একছড়া চিক। আমার বোধ হয়, এই গহনার সাহায্যে চোর ধরা প'ড়বে।"

বিনোদ—"ঠিক কথা।"

কৃত্তিবাস—"এখন সন্ধান লও যে, এই তিনখানি গহনার একখানিও ধ'রতে পারা যায়, এমন কোন বিশেষ চিহ্ন আছে কি না। যদি থাকে, তা হ'লে আমাদের কাজ পনর আনা হাল্‌কা হ'য়ে গেল। কেমন?"

বিনোদ—"পাকা ডিটেক্‌টিভের মত কথা! ভাই, তোমাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই।"

কৃত্তিবাস—"আগে থাকতে কেন। চোর ধরা পড়ুগ, তারপর দিও। হাঁ, এখন কথা হচ্চে, যদি কোন অলঙ্কার চিহ্নিত হয়, তা বিরাজের কাছে আছে কি না প্রথমে জানতে হবে। তিনটে গহনার কোন একটা বিরাজের পরার খুব সম্ভাবনা। ছদ্মবেশে গিয়ে স্বচক্ষে সন্দেহ মিটিয়ে আসা তোমার উচিত। তা'র পর সুযোগমত ভবেশকে গ্রেপ্তার করবে।"

বিনোদ—"ঠিক্, ঠিক্। ভাই, যদি চোর ধরা পড়ে, তা হ'লে সুখ্যাতিটা হবে আমার, কিন্তু তা'তে আমার কিছু

মাত্র সুখ হবে না। প্রকৃত-প্রস্তাবে এ চোর তুমিই ধরচ, আমি কেবল উপলক্ষ মাত্র। যা' তোমার ন্যায্য পাওনা, আমার সেটা প্রবঞ্চনা ক'রে নেওয়া হবে।"

কৃত্তিবাস—"তোমার ও কথাটীতে মনে বড় কষ্ট হল। আমি দৈবক্রমে যে ঘটনা জা'নতে পেরিচি, তাই তোমাকে বলচি; তুমি সেইমত কার্য্য ক'রে গ্রেপ্তার পূর্ব্বক তোমার কর্ত্তব্য পালন ক'রবে। আমাদের উভয়ের কার্য্যের চরম-উদ্দেশ্য ন্যায়-রক্ষণ। তোমাকে একটা সন্ধান দিয়ে আমি নামের প্রত্যাশা করি না। অপর যে কেহ দেখিত, সেই এ সন্ধান দিতে পারিত। আমার কর্ত্তব্য আমি করিচি, তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর বা না কর, তোমার ইচ্ছা।"

বিনোদ—"কৃত্তি, ভাই তোমার সূক্ষ্ম যুক্তির কাছে দাঁড়ান আমার সাধ্য নয়। তবে শীঘ্র শীঘ্র সন্ধান আরম্ভ করা যাগ্?"

কৃত্তিবাস—"হাঁ, আজই আরম্ভ কর না। তোমার যদি বিশেষ দরকার হয়, ত আমাকে খবর দিও, কিন্তু খুব গোপনে।"

* * * *

পর দিবস প্রভাতে বিনোদ বাবু ব্যস্ত সমস্তভাবে কৃত্তিবাসের বাসায় উপস্থিত হইলেন, এবং ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বন্ধুর হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিলেন "ভাই! তোমাকে প্রাণভরে ধন্যবাদ দিই। আজ যে কি আনন্দ উপভোগ ক'চ্চি, তা বলা অসাধ্য। কাল সন্ধ্যার সময় ছদ্মবেশে বিরাজের বাড়ী গিয়েছিলাম, তার আঙ্গুলে চোরা আঙটী দেখে এসিচি।"

কৃত্তিবাস (মহোল্লাসে)—"কেমন! হ'য়েচে? (ঔৎসুক্যের সহিত) ভবেশকে গ্রেপ্তার করেচ?"

বিনোদ—"না, সে তখন উপস্থিত ছিল না। তা'কে ওখানেই বামাল সমেত গ্রেপ্তার ক'রব। বাছাধন এবার যে মুহূর্ত্তে বিরাজের কুঞ্জে পা দেবেন, অমনি কঠিন হাতকড়ি পরিয়ে দিয়ে কিছুকাল শ্রীঘর বাসের বন্দোবস্ত ক'রব। রসরাজ অনেকদিন ফাঁকি দিয়েছেন, এইবার বু'ঝবেন। (হাসিতে হাসিতে) যা'হ'ক ভাই, বিরাজ লোকটা মন্দ নয়, বড় খাতির যত্ন ক'ল্লে। দেখে শুনে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, সে নির্দ্দোষ। ভেতরের কথা যদি সে জা'নত, তাহ'লে কি আর আমাদের চেষ্টা সফল হত?"

কৃত্তিবাস—"চোর কখন গ্রেপ্তার ক'রবে?"

বিনোদ—"সম্ভবতঃ আজ সন্ধ্যার সময়। কিন্তু কৃত্তি, একটা জিজ্ঞাসা করি, এই ভবেশের সম্বন্ধে যে সকল কথা তুমি এত আগ্রহের সহিত গোপন কচ্চ, তা কি ভবিষ্যতে কখন তোমার কাছে শু'নতে পাব না? অত্যন্ত কৌতূহল হ'য়েচে বলেই জিজ্ঞাসা ক'রলাম।"

কৃত্তিবাস (গম্ভীরস্বরে)—"না, সে কথা আমার প্রকাশ করা অসম্ভব। আর, তুমি আমার বন্ধু, তাই অনুরোধ করি, এ বিষয়ে তুমি অনুসন্ধিৎসু হইও না। হয়ত আপনা হ'তেই তাহা প্রকাশ হ'য়ে প'ড়বে।"

বিনোদ—"তবে ভাই এখন উঠি। ভবেশ ধরা প'ড়লে আমি তোমাকে নিজে খবর দেব।"

বিনোদবাবু প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভবেশ বিরাজের কুহকে মজিয়া সংসারধর্ম্ম একেকালে ভুলিয়াছে। সে ইদানীং অধিক সময় এই হতভাগিনীর পাপ-মন্দিরে পড়িয়া থাকে। আপিসের কর্ম্ম যতদিন ছিল, মাঝে মাঝে বাসায় আসিয়া আহারাদি করিত; কর্ম্ম যাওয়া অবধি ভবেশ বাসার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছে। হরেন্দ্রের প্রসাদে তাহার অর্থের অভাব ছিল না, ইচ্ছা করিলে সে বেশ সংস্থান করিতে পারিত। কিন্তু তাহার ধনলিপ্সা ছিল না। ভবেশ বারাঙ্গনার প্রণয়ে বিভোর—জঘন্য ইন্দ্রিয়ের দাস। তাহার ধ্যান জ্ঞান এক্ষণে বিরাজ, তাহার যথাসর্ব্বস্ব বিরাজের, তাহার সুখ দুঃখ বিরাজ হইতে। হরেন্দ্রের অর্থে ভবেশ বিরাজরত্ন সংগ্রহ করিয়া, সেই অর্থে হতভাগিনীর মনোরঞ্জন পূর্ব্বক তাহার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। হরেন্দ্রের মজলিসে সে, বিরাজ এবং অপর রঙ্গিনীদের লইয়া যায়, মজলিস ভাঙ্গিলে বিরাজের সঙ্গে তাহার গৃহে আসে। এইরূপে সে সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া পাপ-জীবন যাপন করিতেছিল। ইতিমধ্যে দুঃখিনী বিজয়া ও বিমলা ইহলীলা সম্বরণ করায়, ভবেশের পরিবার একেকালে নিঃশেষ হইয়াছে; হতভাগ্য তাহা জানিতে পারে নাই।

বিরাজ ভবেশকে দেখিতে পারিত না। ভবেশের এতাদৃশ তন্ময়তা তাহার পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল। সে

প্রায়ই ভবেশকে বিদ্রূপ ও ভৎর্সনা করিত; সময়ে সময়ে কটূক্তি ও নিন্দাবাদ করিতেও ছাড়িত না। কিন্তু ভবেশ কিছুতেই পরাঙ্মুখ হইবার নহে। এমন কি, বিরাজের অসদ্ব্যবহার উত্তরোত্তর যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ভবেশ ততই তাহার মোহজালে দৃঢ়তর জড়িত হইতে লাগিল। বিরাজ বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল যে, ভবেশ তাহার একান্ত পদানত, তাহাকে যেরূপে চালাইবে, সে সেইরূপে চলিবে। এদিকে তাহার সাহায্যে হরেন্দ্রের সহিত বিরাজের দৃঢ় সখ্য সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং হরেন্দ্রের চিত্তাধিকারের যাহা প্রধান উদ্দেশ্য, তাহা অনেকটা সংসাধিত হইয়াছে। সুতরাং ভবেশের আর খাতিরের প্রয়োজন কি? তবে বিরাজ হরেন্দ্রের আরও অনেক অর্থ পাইবার প্রত্যাশা রাখে, সুতরাং ভবেশকে হঠাৎ তাড়াইতে ইচ্ছুক নহে।

সন্ধ্যা হইয়াছে। বিরাজ তাহার সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া একজন পরিচারিকার সাহায্যে বেশবিন্যাস করিতেছে। ভবেশের আজ চারি-পাঁচ দিন দেখা নাই। বিরাজের মনে আশা হইল, বুঝি সে আজও আসিবে না। পরিচারিকা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বেণী-বন্ধনে নিযুক্ত; বিরাজের সম্মুখে একখানি দর্পণ। সে দর্পণের দিকে চাহিয়া মনের আনন্দে গুন্ গুন্ গাইতেছিল। তাহার চক্ষুদ্বয় বদনের লাবণ্যহীনতা দেখিয়াও বুঝি অনুভব করিল না। বেশ-বিন্যাস হইলে, বিরাজ পরিচারিকাকে বিদায় দিল। মুখখানি স্বহস্তে গামছা দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া গোলাপী পাউডারে রঞ্জিত করিল। অধরে অলক্তক-রাগ শোভা পাইল। তাহার পর একে একে বিবিধ

অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া, একখানি মনোহর বস্ত্র পরিধান করিল। বেশভূষা সমাপ্ত হইলে বিরাজ বারম্বার বিবিধ ভঙ্গিতে দর্পণে মুখ দেখিতে লাগিল,—দেখিতে দেখিতে, জানি না, কি ভাবিয়া মুচকি হাসিল।

পরিচারিকা পূর্ব্বেই বারান্দায় একখানি চেয়ার রাখিয়াছিল। গর্ব্বিতা বারাঙ্গনা সেই চেয়ারে উপবেশন পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিবিক্ষেপ করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিতে লাগিল—"বাবা, যেন নজরবন্দী ক'রে রেখেচে! একটু মন খুলে আমোদ আহ্লাদ কত্তে পাইনা! এত বাড়াবাড়ি কতদিন সহ্য করা যায় বাপু! (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) যাহ'ক, ভবেশ আমাকে আন্তরিক ভালবাসে, তাই সময়ে সময়ে একটু মায়াও হয়। কিন্তু তা' ব'লে চিরকাল এ রকম চলবে না। বোধ হয়, ভবেশের কোনরকম অসুখ হয়েচে, নইলে কি সে না এসে থাকে? এ ক'টাদিন বেশ মনের সুখে কাটিয়েচি। সে বাবুটী বেশ লোক, আজও তাঁ'র আস্‌বার কথা আছে। এখন ভবেশ না এলে বাঁচি।" কল্পনা শেষ হইতে না হইতে সিঁড়িতে পদশব্দ শ্রবণ করিয়া বিরাজ ফিরিয়া চাহিল। টলিতে টলিতে ভবেশ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া "বিরাজ, বিরাজ, আমি এলুম" বলিয়া শয্যায় পতিত হইল। পাপিনীর সুখকল্পনাও অচিরে বিদূরিত হইল।

বিরাজ বিরক্তি-সহ বলিল, "কেতার্থ হ'লাম আর কি! এ ক'টা দিন ত বেশ ছিলে, আজ আবার মরতে এলে কেন?"

ভবেশ—"আরে পাগলি, রাগ করিস্ কেন? সাধ ক'রে কি আসিনি? হরেন ভারি বিপদে প'ড়েচে। দাওয়ানী,

ফৌজদারী দু রকম হাঙ্গাম। এ অবস্থায় তাকে কি ক'রে ফেলে আসি বল।"

হরেন্দ্রের বিপদের সংবাদে বিরাজের বিস্ময় ও কৌতূহল জন্মিল। সে ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—"হাঁ, তুমি হরেন্দ্রর প্রাণের বন্ধু কিনা, তাই অত টান। তার হ'য়েচে কি, খুলেই বলনা।"

ভবেশ—"আর কি! একদিকে পাওনাদারেরা মবলগ টাকার দাবীতে নালিশ ক'রে ডিক্রী পেয়েচে; যখন তখন বিষয় ক্রোক ক'রবে। অন্যদিকে হরেনের শ্বশুর এই ব'লে এক মিথ্যা নালিশ রুজু ক'রেচে যে, হরেন তার স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেচে। হিরণ্ময়ীর মৃত্যু ঘটনা মনে পড়ে?"

বিরাজ ব্যস্তসমস্ত হইয়া উদ্বিগ্ন-ভাবে বলিল,—"পড়ে! পড়ে! তারপর?"

ভবেশ—"তা'রপর এ ক'দিন সেই সব গোলমালে কেটে গেল। দেনার টাকা বিষয় বিক্রী না ক'রলে শোধ হবে না।—যাহ'ক সে পরের কথা। ফৌজদারী চার্জ্জটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সুতরাং বিচারে ফেঁসে যাবে। কিন্তু কতগুলো টাকা এর জন্য অকারণ বেরিয়ে গেল।"

বিরাজ—"অর্থাৎ সে টাকাটা তোমার ভোগে এলে কাজ হ'ত, নয়?"

ভবেশ (হাসিয়া)—"তা বটে, কারণ আমার যা কিছু সংগ্রহ, সে তোমারই জন্য।"

বিরাজের নয়নকোণে ও ওষ্ঠপ্রান্তে কুটিল হাস্য বিভাসিত হইল। সে ভবেশের সন্নিকটে আসিয়া বলিল,—"কেমন, আমি বারম্বার বলিচি যে, তোমরা হরেন্দ্রকে শীঘ্রই মজাবে!

আগুণ ত জ্বেলে দিয়েচ, এখন আর কেন! বেচারাকে ছাড়, গুটি গুটি ঘরে যাও, সংসারধর্ম্ম করগে!”

ভবেশ বিষণ্ণবদনে টলিতে টলিতে উঠিয়া এক গ্ল্যাস মদ্য ঢালিয়া পান করিল, এবং বিরাজের দিকে চাহিয়া বলিল,—“বিরাজ, তোমার মুখে ওকথাটা শুনলে বড় কষ্ট হয়! ‘যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর!’ তোমার মনস্তুষ্টির জন্য যখন এতদূর করিচি, তখন শেষ পর্য্যন্ত দেখব, যাই কেন হ’ক না। আমাকে নিবারণ ক’রো না বিরাজ! হরেনের বিপদ কেটে গেলে চাইকি আমরা যেমন সুখে ছিলাম তেমনি—”

বিরাজ (বিরক্তি সহকারে)—“এখনও ছা’ড়বেনা? ছি, ছি! তোমার কি কিছু মাত্র দয়ামায়া নেই?”

ভবেশ—“বিরাজ, বিরাজ, তোমারই দয়ামায়া নাই! তুমি আমাকে কিছুমাত্র ভালবাস না। আমাকে তাড়ালে—”

অকস্মাৎ একটা মনুষ্যের ছায়া বিরাজ ও ভবেশের মধ্যবর্ত্তী স্থানে পতিত হওয়ায় উভয়ে চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, একজন শ্মশ্রু-গুম্ফ-শোভিত বলিষ্ঠকায় যুবাপুরুষ তাহাদের পশ্চাতে চিত্রপুত্তলির ন্যায় দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছে। বিরাজ মুহূর্ত্তমধ্যে আগন্তুককে চিনিল। বিস্ময় অন্তরিত হইবামাত্র ভবেশ সক্রোধে অগ্রসর হইয়া বলিল—“কে তুমি? এখানে এরূপভাবে দাঁড়িয়ে কেন?”

আগন্তুক—“আপনার তা’তে প্রয়োজন কি?”

ভবেশ—“তুমি এখানে কি জন্য এসেচ, শীঘ্র বল। নইলে ভাল হবে না।” ভবেশের রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বয় আগন্তুককে দগ্ধ করিবার উপক্রম করিল।

আগন্তুক—"মশাই, আমি যে জন্য আসি না কেন, আপনার চোকরাঙানির ধার ধারিনা! আপনিই বা এখানে কেন?"

ভবেশ—"আমি এখানে কেন? পাজি! বদমায়েস! এখনি পাহারাওয়ালা ডেকে চোর ব'লে ধরিয়ে দিচ্চি।" ভবেশের শীর্ণ দেহ ক্রোধভরে কাঁপিতে কাঁপিতে বারান্দার দিকে অগ্রসর হইল।

বিরাজ ব্যস্তসমস্ত ভাবে বলিল—"ভবেশ, কি কর! তুমি কি পাগল হয়েচ? উনি ভদ্রলোক, তুমিও ভদ্রলোক। আমার বাড়ীতে এ রকম কেলেঙ্কারী করার তোমার কোন এক্তার নাই। ছি, ছি, তুমি বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেচ।"

আগন্তুক ইত্যবসরে বিরাজের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বিরাজ যত্ন-সহকারে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া, ভবেশের অসদ্ব্যবহারের জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তিনি হাসিয়া উপবেশন করিলেন। বিরাজ ভবেশকে বলিল—"ভবেশ, তুমি এখন বাড়ী যাও। তোমার শরীরটা খারাপ আছে, আর বিশেষ তোমার বন্ধুর বিপদ। এ সময় তোমার এখানে থাকা উচিত নয়।"

ভবেশ যাহার গৃহে থাকিবার আশায় ঘর বাড়ী, স্ত্রী পরিবার, ভদ্রসমাজ এককালে ছাড়িয়াছে, সেই বলিল, 'ভবেশ তুমি বাড়ী যাও!' কি নির্ম্মম! হতভাগ্যের কি আর ঘর বাড়ী আছে? বিরাজ তাহার একমাত্র বাঞ্ছিত স্থান হইতে তাহাকে তাড়িত করিতে উদ্যত। ভবেশ বিরাজের এবম্বিধ ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া বলিল—"বিরাজ, এর চাইতে আমার

বুকে একখানি ছোরা বসিয়ে দাও। এত লাঞ্ছনা সহ্য হয় না। একটা অপরিচিত বদমায়েসকে যত্ন ক'রে কাছে বসা'লে, আর আমার সঙ্গে এই ব্যবহার! হাঁ, হাঁ, ঠিক প্রতিদান হয়েচে!!" বিরাজ বিষম ফাঁফরে পড়িল।

আগন্তুক দৃঢ়পদে ভবেশের কাছে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"মহাশয়, আমার সহিত আপনার ব্যবহারটা কি ভদ্রলোকের মত হয়েচে? আমি কি আপনার শত্রু?"

"তুমি আমার পরম শত্রু, দূর হও এখান থেকে" বলিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় ভবেশ মুষ্টিবদ্ধ হস্ত উত্তোলন করিল।

"তবে শত্রুর কাজই করি" গম্ভীরস্বরে এই কয়টী কথা উচ্চারণ করিয়া, আগন্তুক দুইবার জোরে করতালি দিলেন, এবং একটানে কৃত্রিম শ্মশ্রু ও গুম্ফ দূরে ফেলিলেন। ছদ্মবেশ অপসারিত হইবামাত্র ইন্‌স্পেক্টর বিনোদবাবুকে চিনিতে পারিয়া, বিরাজ ও ভবেশ এককালে বিস্মিত হইল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে সিঁড়িতে বহুলোকের পদধ্বনি শ্রুত হইল। পরক্ষণে পাঁচ ছয়জন কনষ্টেবল বিনোদবাবুর পার্শ্বে সমবেত হইয়া হুকুম অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বিনোদবাবু অগ্রসর হইয়া ভবেশের স্কন্ধে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন—"ভবেশ, চুরি অপরাধে তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম। তুমি অনেকদিন আমাদের চক্ষুতে ধূলি দিয়াছ বটে, কিন্তু পুলিসের হস্তে কোনরূপে নিস্তার নাই।"

ভবেশ ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"ঁয়্যা, ঁয়্যা! চুরি! আমি! সেকি!"

বিনোদবাবু (বজ্রনাদে)—"চুপ্ রও, বদমায়েস! জমাদার, হাতকড়ি লাগাও।" মুহূর্ত্তমধ্যে ভবেশের হস্তে হাতকড়ি পড়িল।

বিরাজ অবাক্ হইয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতেছিল। বিনোদবাবু তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন,—"বিরাজ, তোমার ডানহাতের মাঝের অঙ্গুলে যে আংটী রয়েচে, ওটী কোথায় পেয়েচ?"

বিরাজ (সভয়ে)—"ওমা কি হবে গা! ও আংটী যে ভবেশ আমাকে দিয়েচে।"

বিনোদ—"কতদিন হ'ল তোমাকে দিয়েচে।"

বিরাজ—"আজ প্রায় আট-ন মাস হ'ল। দোহাই ইন্‌স্পেক্টর বাবু, আমাকে বাঁচান! আমি এর কিছুই জানি না, আমি নির্দ্দোষ!" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিরাজ বিনোদবাবুর পদদ্বয় ধারণ করিল।

বিনোদ—"আমি সব জানি। ভরসা করি, তুমি নিষ্কৃতি পাবে; কিন্তু এখন কান্নাকাটায় কোন ফল নাই। তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।" তৎপরে তাহার হস্ত হইতে আংটী লইয়া বিনোদবাবু ভবেশকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভবেশ, এই আংটী তুমি বিরাজকে দিয়াছিলে?"

আংটী দেখিয়া ভবেশের মুখ বিবর্ণ হইল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমধ্যে চাঞ্চল্য দমন করিয়া বলিল—"মনে হয়না। আমি ওকে একটা নয়, এমন অনেকগুলি আংটী দিইচি।"

বিরাজ ব্যগ্রভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"ভবেশ, কেন মিছে কথা ব'লে আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা কচ্চ? এই বুঝি তোমার ভালবাসা?"

ভবেশ ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে বলিল,—"হাঁ মহাশয়, মনে প'ড়েচে বটে ; এ আংটী আমিই বিরাজকে দিয়েছিলাম।"

বিরাজ সহর্ষে বলিল—"শুনুন, ইন্‌স্পেক্টর বাবু!"

বিনোদবাবু—"আংটী কোথায় পেয়েছিলে ?"

ভবেশ—"তৈয়ারী ক'রেছিলাম।"

বিনোদবাবু (সক্রোধে ভবেশকে রুলের আঘাত করিয়া)—"চোর! মিথ্যাবাদী! প্রায় সাত মাস হ'ল, এক রাত্রিতে * * গলির বিনোদিনী বেশ্যাকে মদ খাইয়ে, অজ্ঞান ক'রিয়ে তার বাক্স থেকে তিন কেতা দশ টাকার নোট, পঁচিশ টাকা নগদ, এক জোড়া অনন্ত, একছড়া চিক, আর এই আংটী চুরি করিছিলি মনে পড়ে না? আচ্ছা, যাতে মনে পড়ে, সেই রকম ওষুদ দিচ্চি। আর দুটো গহনা কোথায় রেখিচিস্?"

বিরাজ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, "দোহাই বাবু, আংটীর সঙ্গে একছড়া চিকও দিয়েছিল, বের ক'রে দিচ্চি। ওমা, কি চোর, কি ভয়ানক লোক!" বিরাজ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাক্স হইতে চিক বাহির করিয়া দিল।

বিনোদ বাবু—"পথে এস বাবা! অনন্ত জোড়াটা কি ক'ল্লে বল ত?"

ভবেশ ধীরে ধীরে বিরাজের দিকে চাহিল। বিরাজ সভয়ে বলিল "ওমা, আমার দিকে চায় কেন? ইন্‌স্পেক্টর বাবু, আপনার পায়ে হাত দিয়ে শপথ কচ্চি, ও আমাকে অনন্ত দেয়নি। দিলে আমি এখনি বা'র ক'রে দিতাম।"

অনন্তের কথা ভবেশ কিছুই প্রকাশ করিল না। পুলিস প্রহার আরম্ভ করিল। অজস্র লাথি, চপেটাঘাত, রুলের

গুঁতা বর্ষার জল-ধারাপাতের ন্যায় ভবেশের গাত্রে পড়িতে লাগিল। সে নিষ্ঠুর ধর্ষণে, ভবেশ অতীব কাতর হইয়া কেবল নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল, কিন্তু কিছু স্বীকার করিল না। অবশেষে বিনোদবাবু হুকুম দিলেন—"আবি থানামে লে চল।" বিরাজও সেই সঙ্গে থানায় নীত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেসন আদালতে ভবেশের বিচার হইল। সে দিন আদালতগৃহে অত্যন্ত জনতা হইয়াছিল। ভবেশ কাটগড়ায় অধোবদনে মৃতকল্প দণ্ডায়মান। তাহার মানসিক যন্ত্রণা মুখমণ্ডলে প্রকটিত হইতেছিল। সমাগত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ আগ্রহ সহকারে মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী পরিদর্শন করিতেছিলেন।

প্রচলিত প্রথানুযায়ী জুরীগণ নির্ব্বাচিত হইলে কার্য্যারম্ভ হইল। গবর্ণমেণ্ট পক্ষের উকীল ভবেশের বিরুদ্ধে চার্জ্জ পাঠ করিলেন। ভবেশ দণ্ডবিধি আইনের ৩৮২ ধারামতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। উক্ত ধারার মর্ম্ম বিবৃত করিয়া তিনি বলিলেন যে, "বিনোদ বাবু, বিনোদিনী ও বিরাজের সাক্ষী দ্বারা আসামীর অপরাধ প্রমাণিত হইবে।"

প্রথম সাক্ষী বিনোদবাবু আহূত হইলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ জবানবন্দী এস্থলে উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। দশ আনা সত্য এবং ছয় আনা মিথ্যার ভাঁজে তাঁহার বক্তব্য বিবৃত

হইল। সত্যের ভাগ পাঠক সকলই জানেন। মিথ্যা অংশটী কৃত্তিবাসকে অন্তরালে রাখিবার জন্য উদ্ভাবিত হইয়াছিল। তাহা এই :—

"ইদানীং কয়েকমাস হইতে ভবেশের কার্য্য-কলাপ ও গতিবিধি বড় সন্দেহজনক বলিয়া আমার বোধ হওয়ায়, আমি উহার উপর বিশেষ নজর রাখিয়াছিলাম। জানিলাম যে, এই কলিকাতা সহরের কোন এক ধনাঢ্য যুবকের স্কন্ধে চাপিয়া ভবেশ তাহার সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়াছে। সন্ধানে জানা গেল যে, বিরাজ ইহাদের পাপ-সঙ্গিনী, বিরাজের গৃহই ভবেশের আবাস। তাহার পর কৌশল পূর্ব্বক বিরাজের নিকট পরিচিত হইয়া একদিন তাহার হাতে চোরা আংটীটী দেখিতে পাইলাম। তখন চুরির কথা আনুপূর্ব্বিক খুলিয়া বলায় বিরাজ চিক বাহির করিয়া দেখাইল এবং বলিল যে, সে গুলি ভবেশ তাহাকে দিয়াছে। তাহার পর ভবেশকে গ্রেপ্তার করিলাম।"

ইন্‌স্পেক্টর বাবুর এই সাক্ষ্য শুনিয়া, ভবেশের কৌন্সলি সাক্ষীকে জেরা করিলেন :—

প্রশ্ন—"বিরাজের সহিত এত কৌশল পূর্ব্বক পরিচিত হইবার উদ্দেশ্য কি, এই চুরি মোকদ্দমার সন্ধান, বা আর কি?"

উত্তর—"না। ভবেশের গতিবিধি সম্বন্ধে সন্ধান লওয়া ভিন্ন বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিলনা। এ চুরির সহিত ভবেশের সম্বন্ধ তখন কিরূপে জানিব?"

প্রশ্ন—"বিরাজের গৃহে যাতায়াত করার পর তাহার হাতে আংটী দেখিতে পাইয়াছিলেন।"

এ প্রশ্নে বিনোদবাবু প্রথমে একটু চমকিত হইলেন! প্রশ্নটী অতর্কিত ও সমস্যাপূর্ণ। হয়ত বা এ প্রশ্নের অসংলগ্ন উত্তরে মোকদ্দমা ডিসমিস্ হইতে পারে। মনঃস্থির করিয়া তিনি উত্তর দিলেন—"ঠিক মনে নাই,—তৃতীয় কি চতুর্থ বারে হইবে।"

প্রশ্ন—"আপনি ছদ্মবেশে, না পুলিস ইন্‌স্পেক্টরের বেশে বিরাজের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন।"

উত্তর—"আমি ছদ্মবেশে যাই নাই, আত্ম পরিচয় দিয়াছিলাম।"

প্রশ্ন—"বিরাজ আপনাকে জানিয়াও ভবেশের কথা সমস্ত বলিয়াছিল এবং তাহার গ্রেপ্তারে সহায়তা করিয়াছিল?"

উত্তর—"হাঁ।"

প্রশ্ন—"তবে ভবেশের সঙ্গে বিরাজের সদ্ভাব ছিলনা, বলুন। সদ্ভাব থাকিলে সে কখন এরূপ শত্রুতা করিত না।"

উত্তর—"হইতে পারে। আমি কি করিয়া বলিব?"

তৎপরে এই সকল প্রশ্নের মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া বিনোদ-বাবু উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন, তাঁহার ললাটে ঘর্ম্ম দেখা দিল।

প্রশ্ন—"এই আংটী এবং এই চিক যে বিনোদিনীর, তাহার প্রমাণ কি?"

উত্তর—"আংটীতে বিনোদিনীর নামের প্রথম অক্ষর খোদিত আছে, ইহাই একমাত্র চিহ্ন। মালিক এবং অন্যান্য যাহারা জানে, সকলেই গহনাগুলি চিনিতে পারিয়াছে।"

প্রশ্ন—"বিরাজের নামের প্রথম অক্ষরও তাহাই। ভবেশ যে আংটী এবং অন্যান্য গহনা বিরাজকে প্রস্তুত করিয়া

দেয় নাই, অথবা ওগুলি যে বিরাজের নিজের নহে, তাহার প্রমাণ কি ?"

আদালত এ প্রশ্ন মঞ্জুর করিলেন না।

প্রশ্ন—"আংটী যে চিহ্নিত, একথা প্রথম রিপোর্টে নাই কেন ?"

উত্তর—"তখন শুনা যায় নাই।"

প্রশ্ন—"এ বড় আশ্চর্য্য! আপনি পুলিস-কর্ম্মচারী হ'য়ে এ সন্ধান লন নাই? কতদিন পরে আপনি ইহা জানিতে পারিলেন ?"

উত্তর—"আজ প্রায় দুইমাস হইবে।"

প্রশ্ন—"কোন্ তারিখে বলুন।"

উত্তর—"মনে নাই।"

প্রশ্ন—(হাসিয়া) "বিরাজের সঙ্গে আপনার পরিচয়ের পূর্ব্বে, না পরে।"

উত্তর—"অবশ্য পূর্ব্বে।"

বিনোদবাবুর সাক্ষ্য-গ্রহণ শেষ হইলে বিনোদিনী আহূত হইল। বিনোদিনী বলিল,—"আমি আসামীকে চিনি। যে রাত্রিতে আমার গহনা ও টাকা চুরি হয়, সেই রাত্রিতে আসামীই আমার গৃহে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত আমোদ প্রমোদ করিয়াছিল, আর কেহ ছিলনা। আসামী তাহার পূর্ব্বেও কয়েকবার আমার গৃহে আসিয়াছিল। আমরা একত্র মদও খাইয়াছিলাম। মদ খাওয়ার কিছুক্ষণ পরে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি। পরদিন বেলা দশটা এগারটার সময় জ্ঞান হইলে দেখি, আমার আত্মীয় বন্ধুরা শুশ্রূষা করিতেছে।

তখন তাহাদের মুখে শুনিলাম যে, আমার বাক্স ভাঙ্গিয়া চোর গহনা টাকা কড়ি লইয়া গিয়াছে। সেই মুহূর্ত্তেই থানায় সংবাদ দেওয়া হইল। পুলিস আসিয়া তদন্ত করিলেন, এবং চোরামালের তালিকা লইলেন। (গহনাগুলি দেখান হইলে) ওই আংটী আমার, উহাতে আমার নামের প্রথম অক্ষর খোদা আছে। গহনাও আমার, কেবল অনন্ত জোড়াটী দেখিতেছি না।"

ভবেশের কৌন্সলির জেরায় বিনোদিনী উত্তর করিল,—"আসামীর নাম ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রেপ্তার হওয়ার পর আমি নাম জানিতে পারিয়াছি। আসামী আমার বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিত, কিন্তু তাহার প্রকৃত নাম আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। আসামী সঙ্গীতে নিপুণ থাকায় আমি একটু খাতির করিতাম। কিন্তু আমি উহার নামধামের ঘুণাক্ষরেও পরিচয় পাই নাই, এবং তাহা জানিবার জন্য কখনও আগ্রহ করি নাই। আসামী কি সূত্রে গ্রেপ্তার হইল, আমি তাহা ঠিক বলিতে পারি না; তবে শুনিতেছি যে, আমার যে অলঙ্কার চিহ্নিত ছিল, তাহারই সাহায্যে পুলিস সন্ধান করিতে সক্ষম হইয়াছে। আংটী যে চিহ্নিত ছিল, সে কথা পুলিসকে প্রথমে বলি নাই—কেবল খেয়াল হয় নাই বলিয়া, মনের দুঃখে কথাটা একবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। বিরাজের সহিত আমার পূর্ব্বে আলাপ ছিল না।" ইত্যাদি * * * *।

কৌন্সলি মহাশয় বিস্ময়-সহকারে আদালতকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"এ সাক্ষীর কথাগুলি স্পষ্টই অসঙ্গত

বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যাহার সহিত সাক্ষী অনেকদিন ধরিয়া একত্র আমোদ প্রমোদ করিয়াছে, সে কে, কোথায় থাকে, কি করে, এ সংবাদ কোন না কোন প্রকারে সাক্ষীর জানা সম্ভবপর।”

বিরাজের সাক্ষীতে মোকদ্দমা শেষ হইল। বিরাজ বলিল যে, বিগত ফাল্গুনমাসে ভবেশ একদিন তাহাকে কয়েকখানি নোট এবং গহনাগুলি দিয়াছিল। সে তখন জানিত না যে, ওগুলি চোরামাল। জানিলে কখনই লইত না। বিনোদ-বাবুর সহিত পরিচয় হওয়ার পর সে জানিতে পারিল যে, গহনাগুলি বিনোদিনীর, ভবেশ চুরি করিয়া আনিয়াছে।

কূট প্রশ্নের উত্তরে বিরাজ বলিল,—“ভবেশের সহিত আমার পরিচয় দুই বৎসরের অধিক নহে। প্রায় এক বৎসর হইবে, ভবেশের সাহায্যে হরেন্দ্রবাবুর নিকট পরিচিত হইয়া-ছিলাম, এবং তদবধি হরেন্দ্রবাবুর মজলিসে অনেকবার যাতায়াত করিয়াছি। ভবেশ আমাকে সময়ে সময়ে অনেকগুলি গহনা দিয়াছে, কিন্তু তাহার সমুদয়ই হরেন্দ্রবাবুর দত্ত। পরিচয় হওয়ার পর হইতেই হরেন্দ্রবাবু আমাকে গহনাদি দিতে আরম্ভ করেন।”

প্রশ্ন—“তাহা হইলে যে সময় বিনোদিনীর গহনা চুরি হয়, তাহার পূর্ব্বেও তুমি ভবেশের নিকট হইতে অনেক গহনা পাইয়াছ?”

উত্তর—“আমার মনে হয় যে, এ চুরির পূর্ব্বে হরেন্দ্র-বাবুর সহিত আমার পরিচয় হয় নাই। (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) হাঁ, বেশ মনে পড়িতেছে, এই গহনাগুলি দেওয়ার অল্পদিন

পরে, ভবেশ একদিন আমাকে লইয়া গিয়া হরেন্দ্রবাবুর সহিত আলাপ করাইয়া দিল।”

প্রশ্ন—“ভবেশের সহিত তোমার মনোবিবাদের সূত্রপাত কতদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে ?” গবর্ণমেণ্ট পক্ষের উকিল এ প্রশ্নে আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইল না।

উত্তর—“ভবেশের সহিত আমার কখনও মনোবিবাদ হয় নাই। আমি তাহাকে বরাবরই খাতির করিয়া আসিয়াছি।”

প্রশ্ন—“তবে উহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছ কেন ?”

উত্তর—“আমি সত্য বলিতেছি,—যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই বলিতেছি।”

প্রশ্ন—“ভবেশ কখন গ্রেপ্তার হয়, এবং তুমি তখন কোথায় ছিলে ?”

উত্তর—“রাত্রি আট বা নয়টার সময় আমার ঘরে আমারই সম্মুখে গ্রেপ্তার হয়। বিনোদ বাবু গ্রেপ্তার করেন।”

প্রশ্ন—“বেশ। তুমি যদি এ চুরি ব্যাপারে নির্দ্দোষ, তবে ভবেশ গ্রেপ্তার হইবামাত্র তুমি বিনোদ বাবুর পা জড়িয়ে ধ’রে ক্ষমা চাইলে কেন।” রুক্ষস্বরে এপ্রশ্নটী জিজ্ঞাসিত হইল।

বিরাজ কথঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া উত্তর করিল—“ভবেশ যে চোর, হঠাৎ এই কথা জেনে আমার ভয়ে হৃৎকম্প হ’ল, তাই কি ক’রতে কি ক’রে ফেলিচি।”

প্রশ্ন—“তা হ’লে গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে ভবেশ যে চোর, তা’ তুমি জা’নতে না ?”

পুলিস কর্ত্তৃক শিক্ষিতা হইলেও বিরাজ এইখানে গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু শেষ প্রশ্নের উত্তর

অসংলগ্ন হইয়াছে বুঝিয়া বলিল—"না, আমার বলিতে ভুল হইয়াছে, গ্রেপ্তারের আগের দিন আমি জানিয়াছিলাম যে, ভবেশ চোর; কিন্তু গ্রেপ্তারের সময় আমার মনের মধ্যে কেমন ভয় হ'ল, পাছে আমি বিপদে পড়ি, তাই ইনস্পেক্টর বাবুর পা জড়িয়ে ধ'রেছিলাম।"

প্রতিপক্ষের সাক্ষীগণের জবানবন্দী লওয়া শেষ হইলে বিচারক ভবেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার সাপক্ষে কোন প্রমাণ দেওয়ার আছে?"

ভবেশ বলিল—"না।"

অতঃপর গবর্ণমেণ্ট পক্ষের কৌন্সলি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সাক্ষীর জবানবন্দী সমাহৃত করিলেন। তাঁহার বক্তব্য বিবৃত হইলে, ভবেশের কৌন্সলি উঠিয়া তাহার পক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক বলিলেন "স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বিরাজ মিথ্যা কথা বলিয়াছে। ইদানীং অনেক দিন ধরিয়া সে ভবেশের প্রতি দুর্ব্যবহার করিতেছিল, এবং তাহাকে তাড়াইবার জন্য বিবিধ কৌশলও করিয়াছিল; কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে এই মোকদ্দমায় যোগ দিয়াছে। বিপক্ষপক্ষের সাক্ষীগণের জবানবন্দী দৃষ্টি করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, তাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। একপক্ষে বিরাজের শত্রুতা, দ্বিতীয়তঃ পুলিসের প্ররোচনায় এই মিথ্যা মোকদ্দমার উৎপত্তি হইয়াছে। ইত্যাদি * * * *।"

জজ মহাশয় জুরীদিগকে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিলেন। জুরীরা পার্শ্বের ঘরে উঠিয়া গিয়া কিয়ৎক্ষণ বাদানুবাদ পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছয়জনের মতে

ভবেশ দোষী স্থির হইল। বিচারক তাঁহাদের মত অনুমোদন পূর্ব্বক ভবেশের দেড় বৎসর সপরিশ্রম কারাবাস আদেশ করিলেন।

শুনিবামাত্র ভবেশের মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া উঠিল। এই সময় দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে একজনের দিকে হঠাৎ তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। এ ব্যক্তি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিচারালয় ত্যাগ করিয়া যাইতেছিল। দেখিবামাত্র ভবেশ তাহাকে চিনিল, এবং চিনিয়া লজ্জা ও মনঃপীড়ায় মর্ম্মাহত হইল। লোকটী কৃত্তিবাস।

কৃত্তিবাস সকলের অগ্রে বাহিরে আসিয়া একটী বৃক্ষের শীতল ছায়ায় উপবেশন পূর্ব্বক হাঁপ ছাড়িলেন। উত্তরীয়াগ্রে ললাটের অজস্র স্বেদবিন্দু মোক্ষণ করিলেন, এবং উত্তরীয় সঞ্চালন দ্বারা আপনাকে ব্যজন করিতে করিতে একাগ্রচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন।

দর্শকবৃন্দের মধ্যে একদল যুবক নিম্নলিখিত কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল :—

১ম যুবক—"যাহ'ক ভাই, বলিহারি পুলিসের বাহাদুরী! কি কাণ্ডটা ক'রেই আসামীকে গ্রেপ্তার ক'রেচে! যা'ই করনা বাবা, পুলিসের হাত থেকে পলাবার যো নাই। একদিন না একদিন ধরা প'ড়তেই হবে।"

২য় যুবক—"কিন্তু ভাই, আসামী যে প্রকৃত দোষী, সে বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। বিরাজ ও বিনোদ বাবুর সাক্ষ্যের কতটা অমিল হ'য়ে প'ড়ল, ভেবে দেখ দেখি। জুরীরা তা' গ্রাহ্য ক'রলেন না, এটা বড় অন্যায়।

আমার মনে নিচ্চে, পুলিস একটা ভারি খেলা খেলেচে। খুব সম্ভব একজন নির্দ্দোষ লোকের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েচে। নামের জন্য এমন দুষ্কর্ম্ম নাই, যা পুলিস ক'রতে না পারে। আচ্ছা ভাই, মনে কর, এই ভবেশ নির্দ্দোষী, আর সংসারে তা'র স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি আছে, তাদের কি বিপদ!! দেড় বৎসরের মত বেচারী শ্রীঘরে প'চতে চ'লল, এখন তাদের কে দে'খবে ?"

৩য় যুবক—"বেশ যাহ'ক, তা'ব'লে কি পাপের শাস্তি হবেনা? Sentiment এ সংসার চলে না।"

যুবকেরা কৃত্তিবাসের শ্রবণ-পথের বহির্ভূত হইল। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে বলিলেন,—"কণ্টকেই কণ্টকোদ্ধার হয়। এ মোকদ্দমায় বিরাজ যদি ভবেশের দিকে বিরূপ না হইত, তাহা হইলে দুষ্টের শাস্তি হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আজ বিজয়া বেঁচে থাক্‌লে, কার সাধ্য ভবেশকে এ দণ্ড দেয় ?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভবেশের দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইল। যে হতভাগিনী তাহার চৌর্য্য-লব্ধ অর্থাদি উপভোগ করিয়াছিল, এ বিপদে সে সমগ্র দোষ ভবেশের স্কন্ধে চাপাইয়া নিষ্কৃতি পাইল। প্রকৃত প্রস্তাবে বিরাজ এ চৌর্য্য ব্যাপারে আদৌ লিপ্ত ছিল না; ভবেশই একমাত্র অপরাধী, সুতরাং তাহার শাস্তিতে পাপীর বিহিত দণ্ড হইল।

ভবেশের দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করিয়া বিচারক এজলাস ভঙ্গ করিলেন। সূর্য্য তখন অস্তগমনোন্মুখ। ভবেশ দেখিল, তাহার পাপ-সহচরীগণ তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে মহা কৌতুকে বিচারালয় ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। সে মর্ম্মভেদী অবজ্ঞাসূচক হাসি ভবেশের বিষতুল্য বোধ হইল। বিরাজের চরিত্র যে কি উপাদানে গঠিত, ভবেশ ইদানীং তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল! পাপীয়সীর অযত্ন, অবজ্ঞা, ও দুর্ব্যবহার সে মোহভরে এতদিন যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। গ্রেপ্তারের দিন হইতে ভবেশের মোহ অল্পে অল্পে টুটিয়াছে। সে বুঝিতেছে, বিরাজ পিশাচী; তাহার যত্নে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া, এক্ষণে তাহার অধঃপতনে উল্লাসে বিকট হাস্য করিতেছে। তাহার রাক্ষস-চরিত্রে কৃতজ্ঞতার লেশ নাই, প্রণয়ের ছায়া নাই। হতভাগ্য জ্ঞানের সাহায্যে সকলই বুঝিতেছিল; কিন্তু বুঝিয়াও সে বিষলতাকে হৃদয়

হইতে উন্মূলিত করিতে তাহার মন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। ভবেশের দোষ নাই। অপাত্রেই হউক, বা উপযুক্ত পাত্রেই হউক, একবার প্রণয় সমর্পণ করিলে, তাহার স্মৃতি মুছিতে হৃদয় এইরূপই ভাঙ্গিয়া যায়। ভবেশ ভাবিতেছে, পাপিনীকে ভুলিবে; কিন্তু ভুলিতে পারিতেছে না। বিরাজ যে একটী যত্ন দেখাইয়াছে, তাহা দশটী অযত্নের স্মৃতি পশ্চাতে রাখিয়া তাহার মানসনেত্রে প্রতিফলিত হইতেছিল। হতভাগ্য কি ভাবিয়া পুনরায় সেই পাপীয়সীদের অনুসৃত পথপানে ব্যাকুল ভাবে চাহিল। তাহাদিগকে আর দেখিতে পাইল না, কিন্তু তাহাদের হাস্য কৌতুক আর একবার তাহার শ্রুতিগোচর হইল।

পুলিস-প্রহরী ভবেশের হাতে হাতকড়ি লাগাইল। তৎকালে তাহার সংজ্ঞা ছিল না। সে অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল। যে ভবেশ আজীবন এক মুহূর্ত্তের জন্যও দুঃখের ভাবনা ভাবে নাই, এক ফোঁটা শোকাশ্রু কদাপি যাহার কপোলদেশ বাহিয়া পড়ে নাই, আজ সে গভীর, হৃদয়স্পর্শী বিষণ্ণতাকে প্রাণে স্থান দিয়াছে, এক অননুভূতপূর্ব্ব যন্ত্রণাদাহে তাহার হৃদয় আজ দগ্ধ হইতেছে! ওই দেখুন, তাহার চক্ষুকোণে এক ফোঁটা অশ্রু সঞ্চিত হইতেছে, এখনই সে উষ্ণ অশ্রু কপোল বাহিয়া পড়িবে।

প্রহরীর একটী ধাক্কা খাইয়া ভবেশের চৈতন্য হইল। অবনতমুখে ধীরে ধীরে তাহার অগ্রবর্ত্তী হইয়া ভবেশ এক-খানি গাড়ীতে প্রবেশ করিল। সেই গাড়ীতে অপর অনেকগুলি কয়েদী ছিল। গাড়ী অর্দ্ধঘণ্টা চলিয়া জেলের ফটকের নিকট থামিল। কয়েদীরা উন্মুক্তদ্বার জেলে প্রবেশ

করিলে, ঝন্‌ঝনা শব্দে লৌহদ্বার রুদ্ধ হইল। ভবেশ এক্ষণে কয়েদী! হতভাগ্যের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, এই কি নরক? কাঁদিতে কাঁদিতে সে তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে শুইয়া পড়িল।

একদিন, দুইদিন, তিনদিন করিয়া একমাস কাটিয়া গেল। ভবেশের কঠিন পরিশ্রম দণ্ড হইয়াছিল, কিছুতেই পরিত্রাণ ছিল না। দৈনিক নির্দ্দিষ্ট শ্রম তাহাকে করিতেই হইবে, নতুবা শাস্তি। সুতরাং কঠিনতর শাস্তির হাত এড়াইবার জন্য ভবেশ প্রাণপণে পরিশ্রম করিত। অবকাশ পাইলে সে নির্জ্জনে বসিয়া একদৃষ্টে আকাশপানে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিত। রজনীতে কঠিন শয্যায় শয়ন করিয়া, কঠিন উপাধানে মস্তক রাখিয়া স্বীয় অধঃপতনের কথা ভাবিত, এবং অজস্র অশ্রুমোচন করিত। ভবেশ প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে শিখিয়াছে। বুঝি, এহেন দুঃখের অবস্থায় সহানুভূতি পাইলে তাহার কষ্টের অনেকটা লাঘব হইত; কিন্তু এ সংসারে তাহার দুঃখে দুঃখী কে হইবে? এইকাল মধ্যেই বিরাজ তাহার হৃদয় হইতে স্থানচ্যুত হইয়াছে। মাঝে মাঝে পিশাচীর কথা মনে হইলে, দারুণ ক্ষোভে সে বক্ষে করাঘাত করিত। বিরাজ নাই বলিয়া ভবেশের হৃদয় একবারে শূন্য নহে। স্বপনে জাগরণে সে দেখিত, যেন কয়টী দিব্যমূর্ত্তি দয়ার্দ্রবদনে তাহার হৃদয়ের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া ভবেশ চমকিত, কাঁপিত এবং সভয়ে হৃদয় কবাট রুদ্ধ করিত। সে কি সাহসে তাহাদিগকে স্বীয় কলুষিত হৃদয়ে স্থান দিবে?

একদা অবকাশ পাইয়া ভবেশ গভীর অনুতাপভরে নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিতেছিল। পাঠক জিজ্ঞাসু হইতে পারেন, ভবেশ কি ভাবিয়া কাঁদে। যে বুভুক্ষা-পীড়িত, লাঞ্ছিত, অযত্নক্লিষ্ট পরিবারদিগের দুঃখে মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হয় নাই, প্রত্যুত স্বীয় নিষ্ঠুরতায় তাহাদিগের শেষ মুহূর্ত্তও যন্ত্রণাময় করিয়াছিল, তাহার হৃদয় যে পিশাচের বাসস্থান,—তথায় শোক অনুতাপ কিরূপে প্রবেশ করিল? আমরা ক্ষুদ্র জ্ঞানে সকল তথ্য বুঝিতে পারি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ভবেশের হৃদয়াগারের সুদীর্ঘকাল-রুদ্ধ একটী দ্বার অধুনা খুলিয়াছে। বহুকাল পরে আজ সে অভিনব বস্তুনিচয় দেখিয়া চকিত, অভিভূত, মর্ম্মাহত হইতেছে। তাহার হৃদয়তন্ত্রীর একটী তার দীর্ঘকাল নীরব ছিল, আজ কে জানে, কি ইন্দ্রজাল প্রভাবে সেই সুপ্ত-তার ঝঙ্কার করিয়া উঠিয়াছে! সেই ঝঙ্কারে ভবেশের প্রাণ আকুল হইয়াছে! ভবেশ সংসারকে নূতন আলোকে দেখিতেছে! কে যেন আচম্বিতে তাহার চক্ষুর উপর সংসার রঙ্গভূমির যবনিকা অপসৃত করিয়া, এক মহান্ দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছে! হতভাগ্য কাঁদিতে কাঁদিতে শিরে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িল।

ভবেশ ভাবিতেছিল "আমি কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি! পাপের কুহকে মজিয়া আমার কি অধঃপতন হইয়াছে! আমি এখন একজন সামান্য ঘৃণিত কয়েদী, চৌর্য্য অপরাধে দণ্ডিত! হায়, কেন আমার মরণ হইল না? আমি দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে হরেন্দ্রের যে বিপুল

ধনরত্নাদি অপহরণ এবং অপচয় করিয়াছি, না জানি প্রকাশ হইলে তজ্জন্য কি ভীষণ শাস্তি পাইতাম! আমিই হিরণ্ময়ীর মৃত্যুর কারণ! ভগবান গুরুপাপে আমার লঘুদণ্ড বিধান করিয়াছেন। জীবনে ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার পবিত্র নাম মুখে উচ্চারণ করি নাই! আমি ভদ্রবংশে জন্মিয়া চণ্ডালবৎ কদাচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলাম। হত্যাকারী, জালিয়াৎ, দস্যু, ব্যভিচারী এখন আমার সহচর! আমি পরস্বাপহারী!!

"কিন্তু কি জন্য, কাহার জন্য আমি এই ঘৃণিত পাপাচরণ করিলাম? আমার নিজের ভোগ জন্য? কৈ, চৌর্য্যের ধন ত আমার ভোগে আসে নাই! সমস্তই ত রাক্ষসীদের সন্তোষার্থ দিয়াছি,—তাহারা যথেচ্ছ অপব্যয় করিয়াছে। পিশাচীরা আমার বিপদকালে ত চাহিয়াও দেখিল না,— পরন্তু আমার অপরাধ-প্রমাণে পুলিসের সহায়তা করিয়া আমাকে দণ্ডিত করিল! না, না, পাপিনীদের কি সাধ্য,— ভগবান ন্যায় বিচারে আমাকে শাস্তি দিয়াছেন। ওঃ, বিজয়া! তোমার দীর্ঘনিশ্বাসের ফল এতদিনে ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমি নিরপরাধতায় তোমার মত সাধ্বী গুণবতী স্ত্রীকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়াছি, সাংসারিক কর্ত্তব্য পদদলিত করিয়া, অহরহঃ পাপোন্মত্ততায় জীবন যাপন করিয়াছি! মাতা, স্ত্রী, কন্যা, পুত্রকে নিপীড়িত করিয়া, ধর্ম্মার্থ বিসর্জ্জন দিয়া পিশাচী-দিগকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছি! তাহার সমুচিত প্রতিফল পাইলাম! সে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত উপস্থিত!" ভবেশ অধীর হইয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইল। পাঠক ওই দেখুন, অনুতপ্ত ভবেশ একটী নিভৃতস্থানে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট; তাহার চক্ষু মুদিত এবং হস্তদ্বয় বক্ষোপরি স্থাপিত। হতভাগ্য বুঝি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে। ভগবান্! অনুতপ্ত ভবেশের প্রতি কৃপাবলোকন করুন। ভবেশ সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরকে ডাকিতেছিল, এবং স্বীয় অগণ্য পাপাচারের জন্য ক্ষমা চাহিতেছিল। তাহার প্রার্থনার সারাংশ এই—'প্রভো, পাপে মজিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছি, এতদিন তোমাকে ভুলিয়াছিলাম! নারকীকে রক্ষা কর। যাহারা সংসারে একমাত্র আপনার, তাহাদিগকে অবহেলা করিয়া পরম শত্রুদের হস্তে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়াছিলাম। এতদিনে ভ্রম ছুটিয়াছে। এখন অবধি তোমার চরণ ধ্যান করিয়া সৎপথে থাকিব। আমি যেন সংসারে উৎপীড়িত পরিবারদের মধ্যে একটুকু স্থান পাই।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে ভবেশ দুইমাস জেলে কাটাইল। এই অল্পকাল তাহার নিকট যেন যুগপ্রমাণ প্রতীয়মান হইল। এইরূপ আরও ষোল মাস কারাগারে যাপন করিতে হইবে,— কি সর্ব্বনাশ! ক্ষোভে, নৈরাশে ভবেশের দেহ কণ্টকিত হইল। সেই কঠিন পরিশ্রম, সেই নিষ্ঠুর শাসন, সেই কদর্য্য আহার, আর জঘন্য নিম্নশ্রেণীর কয়েদীগণের সহবাস! এত দীর্ঘকাল কি দেহে প্রাণ থাকিবে? ভবেশ কায়মনো-

বাক্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিত, যেন সম্বৎসরকাল তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি না হয়; যেন কারাবাসান্তে সে দেবতুল্য বিজয়ার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া প্রাণ ভরিয়া তাহার পাপাচারের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে পায়; যেন বিমলের ছোট ছোট হাতদুটী ধরিয়া, তাহার নিষ্ঠুরতার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ তপ্তাশ্রুতে অভিষিক্ত করে। ইহাই তাহার জীবনের একমাত্র সাধ। এই সাধটুকু পূর্ণ হইলে তাহার প্রাণের এক গুরুভার নামিয়া যায়, তাহা হইলে সে হৃষ্টচিত্তে সৎপথে থাকিয়া, শেষ জীবন সুখে যাপন করে। কিন্তু এই চিন্তার মধ্যে যখন ভবেশের মনে হইত যে, তাহারই পাপাচারের ফলে মাতা ও ধীরেন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন,—সে মাতৃহন্তা ও পুত্রহন্তা,—অমনি কাঁদিয়া আকুল হইত, তৎকালে তাহার হৃদয়ে যে অনুতাপের প্রবাহ ছুটিত, তাহা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম অপেক্ষা অধিকতর ভীষণ! তাহা হতভাগ্যের হৃদয় মুহুর্মুহু কম্পিত করিত।

কিন্তু ভবেশ আর এক্ষণে সে ভবেশ নহে। তাহাতে আর পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা বা ধর্ম্মবিদ্বেষ নাই। সে এখন ঈশ্বরের নামে কম্পিত হয়, পাপের নামে শিহরিয়া উঠে, পরকালের কথা মনে করিয়া কাঁদে। তাহার অন্ধকার হৃদয়-কুটীরে জ্ঞানের আলো প্রতিভাত হইয়াছে, সে দিব্য চক্ষে সকলই দেখিতেছে। নিগৃহীতা বিজয়ার করুণ মুখখানি অহরহঃ তাহার হৃদয়কে নিদারুণ নিপীড়িত করিতেছিল। বিজয়ার কাছে কাঁদিবে, উষ্ণ শোকাশ্রু ফেলিয়া প্রাণের অনুতাপ জানাইবে, ক্ষমালাভ করিয়া সেই দেবীর সুখসাধনে

জীবন উৎসর্গ করিবে, ভবেশ এই আশায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল।

জেলের এক অংশে একটী অশ্বত্থবৃক্ষ ছিল। প্রত্যহ বহুসংখ্যক পক্ষী তাহার শাখায় বসিয়া কূজন ও ফল-ভক্ষণ করিত, এবং ইচ্ছামত আকাশমার্গে উড়িয়া যাইত। তাহাদের আনন্দকাকলী ভবেশ একাগ্রচিত্তে শুনিত। কখন কখন নিজের অবস্থার সহিত বিহঙ্গমদিগের স্বাধীন জীবন তুলনা করিয়া ভাবিত—'হায়, পাখীগুলি কেমন সুখী। উহাদের জীবন নিষ্পাপ। কারাযন্ত্রণা, স্ত্রী-পরিবার বিচ্ছেদ প্রভৃতি কিছুই উহাদিগকে ভুগিতে হয় না। পাখীরা জানে না যে, এই দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের সীমা মধ্যে আমার মত কতকগুলি নরকীট দীর্ঘকালের জন্য স্বাধীনতা-বর্জ্জিত হইয়া মর্ম্মজ্বালায় পুড়িতেছে। যদি তাহা বুঝিত, তবে কখন এ ভীষণ পুরী মধ্যে এত উল্লাসে ক্রীড়া করিতে আসিত না। এই প্রাচীরের বহির্ভাগে স্বাধীনতা ও সুখ। পাখীগুলি ইচ্ছামত একে একে সুখের রাজ্যে চলিয়া যাইবে, কিন্তু আমি? একাদিক্রমে দেড় বৎসর কাল আমাকে এই দুঃসহ জীবনভার বহন করিতে হইবে! কি ভীষণ!'

একদা দ্বিপ্রহর কালে একটু অবসর পাইয়া, ভবেশ সেই বৃক্ষতলে বসিয়া বিষাদ-চিন্তায় গাঢ় মগ্ন আছে, এমন সময় দেখিতে পাইল, বৃক্ষের এক উচ্চশাখায় পত্রকুঞ্জ মধ্যে একটা কপোত প্রেমানন্দে কূজন করিতেছে। কপোতী গম্ভীরভাবে পার্শ্বে বসিয়া আছে, সহচরের প্রতি দৃক্পাতও করিতেছে না; কেবল তাহার বাড়াবাড়িতে মাঝে মাঝে

যেন বিরক্ত হইয়া অল্প সরিয়া বসিতেছে। কপোতরাজ উচ্চশ্রেণীর প্রেমিক; তাহার করুণ সাধ্যসাধনা এবং প্রণয়িনীর কাছে ঘন ঘন শিরোনমন মানবজাতিরও অনুকরণীয়। তৎকালে কোন কবি উপস্থিত থাকিলে, হয়ত কপোতের কূজনে 'দেহিপদপল্লবমুদারম্' শুনিতে পাইতেন। হতভাগ্য ভবেশ কপোতকপোতীর লীলা বিভিন্নচক্ষে দেখিল এবং দেখিতে দেখিতে মাটির দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতে লাগিল 'সে দিন কি হবে! আমি কি ওই কপোতের ন্যায় আমার বিজয়ার পদপ্রান্তে মস্তক অবনত করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে পাইব? আমি যতই কেন হেয় হই না, বিজয়া কখনও আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবে না। বিজয়ার ক্ষমা পাইলেই ভালবাসা মিলিবে। হায় হায়, আমি এতদিন আমার গৃহদেবতাকে পায়ে ঠেলিয়াছিলাম!'

অকস্মাৎ পত্ররাজি মধ্যে একটা সড়্ সড়্ শব্দ শুনিয়া ভবেশ চমকিয়া দেখিল, কপোতী কোন কঠিন পদার্থদ্বারা আহত হইয়া ভূমিতে পড়িতেছে এবং কপোত ত্রস্তভাবে উড়িয়া পলাইতেছে। একজন কদাকার বলিষ্ঠদেহ কয়েদী পশ্চাৎ হইতে কর্কশ উল্লাসরব করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া আহত কপোতীর রক্তাপ্লুত দেহ ভূমি হইতে তুলিয়া লইল। এই দুর্বৃত্ত প্রস্তরখণ্ডদ্বারা কপোতীকে আঘাত করিয়াছিল। ভবেশ এই নৃশংস ব্যাপার দেখিয়া মর্ম্মাহত হইল এবং দ্রুতপদে যাইয়া পাষণ্ডের হস্তধারণপূর্ব্বক বলিল—"ভাই, নিরপরাধ পাখীটিকে মেরে ফেল্লে? মিনতি করি, পাখীটি আমাকে দাও; এখনও চেষ্টা কল্লে বোধ হয় বাঁচাতে পা'রব।" দুর্বৃত্ত

সবলে ভবেশের হাত ছাড়াইয়া আরক্ত নয়নে বলিল—"তুই কি রকম বেল্লিক রে? তোর প্রাণে যদি এত মায়া, তবে এখানে ম'রতে এসিচিস্ কেন?"

ভবেশ—"ভাই রাগ কর কেন। পাখীটি ত কোন অপরাধ করেনি!"

কয়েদী বিকটহাস্য করিয়া বলিল—"আরে, এটা দেখচি নেহাত গোবেচারী, এখনও সংসারের কিছুই দেখেনি! বলি, দোষ কল্লে ত মেরেই থাকে, তা'তে আর বাহাদুরী কি? আমাদের সে আইন নয়। এটাত সামান্য একটা পাখী, দশ বিশটে মানুষ এই হাতে (হস্ত দেখাইয়া) পায়রা নুটিইচি!"

ভবেশের প্রাণে এতই করুণা আসিয়াছিল যে, সে পিশাচের উপরোক্ত কথাগুলির মর্ম্মগ্রহ করিতে পারে নাই। সে একটী নিশ্বাস ফেলিয়া আর একবার জিজ্ঞাসা করিল—"ভাই, পাখীটিকে মেরে ফেলে তোমার কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে?"

দুর্ব্বৃত্ত ভবেশের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"আবার ঐ কথা! তবে শোন হতভাগা—সাতবৎসরের চা'র বৎসর এখনও বাকি। আমরা ব্যবসা ভেতরে বাইরে চালিয়ে থাকি। হাতের নিশানা ও মেজাজ ঠিক না রা'খলে, যখন খালাস হ'ব, তখন আমাদের কাজ চ'লবে কিসে? সেইজন্য মাঝে মাঝে রক্ত দেখা চাই। কিন্তু ব'লব কি, (দন্তদ্বারা দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া) ইচ্ছা হচ্ছে, তোর মাথাটা এইখানেই ফাটিয়ে দিই।"

পাষণ্ড জেলের একজন পুরাতন পাপী। দাঙ্গা ও নরহত্যা অপরাধে সাত বৎসর কঠিন কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে,

কেবল উপযুক্ত প্রমাণাভাবে কঠিনতর দণ্ড পায় নাই। এই ইহার দ্বিতীয়বার জেলে বাস। বলিতে হইবে না যে, ঈদৃশ দুর্ব্বৃত্তগণ জেলের জল-হাওয়ায় পুষ্টদেহ হয় ও স্বীয় অপরাধের গুরুত্বানুযায়ী অপর কয়েদীদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করে। জেল-রক্ষকগণও ইহাদিগকে কথঞ্চিৎ ভয় করিয়া চলেন।

ভবেশ অশ্রুপূর্ণ-নয়নে আহত কপোতীর যন্ত্রণা দেখিতেছিল। পিশাচ তাহার দিকে ক্রোধ ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চাহিয়া, কপোতীর গ্রীবা ভঙ্গ পূর্ব্বক প্রাণ-বিনাশ করিল, এবং মৃত পক্ষী ভবেশের গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

আরও কিছুকাল অতীত হইল। ভবেশের শত দুশ্চিন্তার মধ্যে কয়েকটা চিন্তা উত্তরোত্তর অতীব পীড়াদায়ক হইতেছিল। সেগুলি এই—বিজয়া ও বিমলা কি অবস্থায় আছে, তাহাদের ভরণপোষণ কে নির্ব্বাহ করিতেছে, আর বিমলার বিবাহের কি হইল? সে জানিত যে, বিজয়া ও বিমলা কৃত্তিবাসের গৃহে আশ্রয় লইয়াছে, এবং স্নেহবান্ কৃত্তিবাস পরমাদরে ভগিনী ও ভাগিনেয়ীর প্রতিপালন করিতেছেন। বিজয়ার পত্রে সে এ সংবাদ পাইয়াছিল। কৃত্তিবাস ও বন্ধুবর হরিচরণ থাকিতে অভাগিনীরা কখনও অনশনে মরিবে না, এই আশ্বাসে ভবেশ কতকটা আশ্বস্ত হইত। কিন্তু বিমলের বিবাহ কে দিবে? দেড় বৎসর পরে কারামুক্ত হইয়া কর্ম্মচ্যুত, সঙ্গতিহীন ভবেশ কন্যার উদ্বাহ ব্যয়ের কোথা হইতে সংস্থান করিবে? না হয় ভিক্ষা করিয়া, এবং কৃত্তিবাস ও হরিচরণের সাহায্যে অর্থ সংস্থান হইল; কিন্তু কয়েদী

ভবেশের কন্যা কি ভদ্র-সমাজে স্থান পাইবে? বিমলার সৌন্দর্য্যে কি তাহার পিতার কলঙ্ক ঢাকিয়া যাইবে? অসম্ভব! ভবেশের ইতিবৃত্ত জগৎ হইতে লুপ্ত না হইলে, বিমলের বিবাহের কোনই সম্ভাবনা নাই। একদা হরিচরণ বিপিনের সহিত বিমলের বিবাহ দেওয়ার জন্য ভবেশকে কত সাধ্য-সাধনা করিয়াছিলেন! এক রজনীতে বিজয়া সেই বিবাহের কথা উত্থাপিত করিয়া তাহার পদাঘাতে নিপীড়িতা হইয়াছিলেন!—ভবেশের স্মৃতিপথে সেই চিত্রগুলি জাগরূক হইত। ওঃ, কি লোমহর্ষণ পাপের স্মৃতি! তাহার বিস্মৃতি জন্য ভবেশ তৎকালে উন্মত্ততা বা মৃত্যু কামনা করিত।

একদিন ভবেশ কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতেছিল 'হরিচরণও কি তবে পাপী বলিয়া আমাকে ত্যাগ করিল? সে যে বড় ক্ষমাশীল, বড় সাধু। সে ত কদাপি আমার উপর রাগ করিবে না! তাহার কি অকপট, নিঃস্বার্থ প্রণয়! হরি আমাকে সৎপথে আনার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছে, আমার বিদ্রূপ, কুব্যবহার কিছুই মনে করে নাই; প্রত্যুত আমার ও আমার পরিবারদিগের উপকার সাধনে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছে। কিন্তু বন্ধু কি এ দুর্দ্দিনে হতভাগ্যকে হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন? না, তাহা বিশ্বাস হয় না।' তাহার বড় ইচ্ছা, একবার হরিচরণের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাহা হইলে বিজয়া ও বিমলার সংবাদ জানিতে পারে।

ভবেশের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। সেই দিবস অপরাহ্নে হরিচরণ দেখা দিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভবেশের যৎকালে কারাদণ্ড হয়, সেই সময় হরিচরণ মনোরমার অসুস্থতা-নিবন্ধন ব্যস্ত ছিলেন। তিনি যখন সেই সংবাদ পাইলেন, তখন ভবেশ এক মাসেরও অধিক কাল জেলে অতিবাহিত করিয়াছে। মনোরমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়া বাটী পাঠাইতে আরও তিন চারি মাস কাটিয়া গেল। এই কালের মধ্যে ভবেশের কথা ভাবিবার তাঁহার অবকাশ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মনোরমাকে গৃহে পাঠাইবার পর হরিচরণের মনে প্রশ্ন হইল, 'একবার ভবেশকে দেখিয়া আসা উচিত কি না।' ইহার মীমাংসা করিতেও প্রায় দুইমাস কাটিয়া গেল। কখন তাঁহার মনে হইত—'সে মাতা-স্ত্রী-পুত্র-কন্যাহন্তা নরপশুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? সে তাহার পাপের শাস্তি ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, আমি দেখা করিয়া কি করিব?' আবার কখন ভাবিতেন,—"হয়ত এতদিনে তাহার অনুশোচনা হইয়াছে; হয়ত হতভাগ্য অনুতাপানলে পুড়িতেছে, এবং আমাদের সাক্ষাৎলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। তাহার আধুনিক অবস্থা জানিবার কোন উপায় নাই। একবার দেখিয়া আসিতে ক্ষতি কি?" এবম্বিধ অনুকূল ও প্রতিকূল আলোচনার সামঞ্জস্য করিয়া সদাশয় হরিচরণ অবশেষে ভবেশের সহিত অদ্য দেখা করিতে আসিয়াছেন।

ভবেশ তৎকালে কি কাজ করিতেছিল। অকস্মাৎ হরিচরণকে সম্মুখে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া হতভাগ্য কাঁদিয়া ফেলিল, এবং দুইহস্তে বদন আবৃত করিল। ওঃ, হরিচরণ আজ তাহার কি হীনাবস্থা নয়নগোচর করিলেন!

হরিচরণের কিয়ৎক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি অবাক্ হইয়া কয়েদী-বেশ-পরিহিত, শীর্ণ, অনুতপ্ত ভবেশকে দেখিতেছিলেন। অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"ভবেশ, জীবনে যে সমুদয় কুক্রিয়ায় মত্ত ছিলে, এক্ষণে তাহার ফলভোগ করিতেছ। এতদিনে বুঝিলে কি যে, পাপ করিলেই তাহার শাস্তি লইতে হয়? নরক এইখানেই!"

ভবেশ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"হরি, আমি সব বুঝিতেছি, সব দেখিতেছি! আমি মহাপাপী! আমার পাপের অতি ভয়ঙ্কর শাস্তি হইয়াছে; আর সহ্য হয় না!" ভবেশ অধীরভাবে হরিচরণের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল।

হরিচরণ—"ভবেশ, তুমি যে সকল নীতিবিরুদ্ধ অধর্ম্মাচরণ ক'রেচ, তা'র রাজদণ্ড বিধান নাই। আমি মনে ক'রতাম, পরলোকে জগদীশ্বর তোমাকে সেই পাপাচারের জন্য দণ্ডিত ক'রবেন। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, ইহলোকে কারাদণ্ডে তোমার শাস্তি আরম্ভ হ'বে। কেন তোমার এত অধঃপতন হ'ল?"

ভবেশ দুইহস্তে হৃদয়ের আবেগ নিরোধ করিয়া দীনবদনে বলিল—"হরি, ওকথা আর তুল'না। মনে হ'লে আমি উন্মত্তপ্রায় হই। পাপ! পাপ! অহরহঃ পাপাচরণ করিচি।

আহারে, ব্যবহারে, শয়নে, স্বপনে যে অগণ্য পাপ সংগ্রহ ক'রিচি, তার ফল ফলিতে আরম্ভ হ'য়েচে। এ কারাদণ্ড আমার শারীরিক শাস্তি নয়। শাস্তি আমার আত্মার,—নরক যন্ত্রণা! মনে ক'রেছিলাম আমি যা' ভাবি, প্রতিদিন যে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করি, তুমি এলে প্রাণ খুলে তোমাকে সব জানা'ব। কিন্তু তার সহস্র অংশের এক অংশও ভাই তোমাকে দেখা'তে পা'রলাম না। ভাই, আমি এখন আর মনুষ্যনামের যোগ্য নই! (কাঁদিতে কাঁদিতে) মা, ধীরেন্, তোমরা কোথায়? একবার পাপিষ্ঠের নিদারুণ শাস্তি দেখ। মহাভ্রমে প'ড়ে তোমাদের কষ্ট দিয়িচি, ক্ষমা কর! বিজয়া, বিমল, এ পশুর সংস্রবে এসে তোমরা এক মুহূর্ত্তকাল শান্তিভোগ ক'ত্তে পাও নাই! (হরিচরণের হস্তধারণ করিয়া) হরি, ভাই, পিশাচের ন্যায় নিষ্ঠুর ব্যবহারে তোমার কোমল হৃদয়ে অশেষ পীড়া দিয়িচি; বল, বল, ক্ষমা ক'রবে কি?" সে কাতরোক্তি হরিচরণের মর্ম্মস্পর্শ করিল। তিনি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"ভাই, আশ্বস্ত হও। আমার কাছে তোমার আবার ক্ষমা প্রার্থনা কি ভাই? যদি প্রকৃতই আমার নিকট কোন দোষ ক'রে থাক, তবে চাইবার পূর্ব্বেই আমার ক্ষমা পেয়েচ।"

হরিচরণ ভবেশের অধীরতা দেখিয়া মনে করিলেন, বুঝি সে তাহার পরিবারিক সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়াছে। অপর লোকের পক্ষে সে দুর্ঘটনা না জানাই বিচিত্র। সংসার-বন্ধন যাহাদিগকে লইয়া, সেই প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র কন্যা মাতা ও ভার্য্যার মৃত্যু সংবাদ সংসারীর কতক্ষণ অজ্ঞাত থাকে?

কিন্তু ভবেশ তাহা কিরূপে জানিবে? সে ত অনেকদিন পূর্ব্বে হরিচরণের বাসা ছাড়িয়াছিল। হরিচরণের ভ্রম হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন—"ভবেশ, যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে। যথাসাধ্য ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক মনকে প্রবোধ দাও। অহোরাত্র জগদীশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ কর; তাঁহার করুণাকণা পাইলে তোমার উদ্ধার হইবে। আহা, প্রথমে যখন তোমাকে বুঝাইয়াছিলাম, তখন যদি তোমার চৈতন্য হইত, তাহা হইলে আজ পরিবারদিগকে লইয়া সুখে সংসার যাপন করিতে পারিতে। কিন্তু পাপে মজিয়া সে সুখসাধ এ জীবনেব মত হারাইয়াছ! অনুতাপ কর!"

"কি! কি! কি বলিলে হরি! এ জীবনের মত সুখসাধ হারাইয়াছি?" ভবেশ বজ্রমুষ্টিতে হরিচরণের হস্তধারণ করিয়া উদ্বেগাকুল ভীষণস্বরে এই কয়টী কথা উচ্চারণ করিল। সেই মুহূর্ত্তে দুর্ভাগার শোক-জর্জ্জরিত হৃদয়ে যে তুমুল ঝটিকাপ্রবাহ ছুটিয়াছিল, কল্পনা তাহার অনুভব করিতে অক্ষম। একমাত্র অবলম্বন-লতিকা মূলচ্যুত হইলে মজ্জনোন্মুখ ব্যক্তি যেরূপ ভীষণ আতঙ্ক ও নৈরাশ-ব্যঞ্জক চীৎকারধ্বনি করে, ভবেশের সেই চীৎকার এবং আনুষঙ্গিক মনের যন্ত্রণা তাহার সমতুল্য।

হরিচরণ বজ্রাহতপ্রায়। ভবেশের সেই হৃদয়-বিদারক বাক্যে তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইল। তিনি ভাবিলেন—'একি, ভবেশ এমন করিল কেন? তবে কি সে তাহার পারিবারিক সর্ব্বনাশের কথা জানিত না? আমিই কি তাহাকে এ ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার প্রথম আভাস দিলাম? কি

সর্ব্বনাশ! অনবধানতায় আজ বুঝি নরহত্যা করিতে বসিয়াছি!' মুহূর্ত্তের জন্য উভয়ে নির্ব্বাক হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ভবেশ থর থর কাঁপিতেছিল। তাহার কম্পমান করে হরিচরণের হস্ত ধৃত ছিল। হরিচরণের বোধ হইতে লাগিল, যেন তাঁহার শরীরে তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিতেছে। ভবেশের করুণ যন্ত্রণাব্যঞ্জক প্রশ্নে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিল। সে জড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"হরি, কি বলিলে? বল কি হইয়াছে! আমার বিজয় ও বিমল কেমন আছে শীঘ্র বল! ওঃ, প্রাণ যে যায়!" হরিচরণের মস্তক ঘূর্ণিত হইল। তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন এবং অবসন্নদেহে ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। পরমুহূর্ত্তে ভবেশ তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইল।

জেলরক্ষক কিয়দ্দূরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ভবেশের চীৎকারধ্বনি শুনিয়া দ্রুতপদে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ব্যাপার অবলোকন করিলেন। মস্তকে ও মুখে জলসিঞ্চন করায় ভবেশের চৈতন্যোদয় হইল। সে তড়িদ্বেগে উঠিয়া হরিচরণের হস্তধারণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল—"হরি! বিজয়, বিমল! বল তারা কেমন আছে!"

কারাধ্যক্ষ বিস্মিত হইয়া হরিচরণের দিকে চাহিলেন। ভবেশ ব্যগ্রভাবে বলিল—"বিজয়া আমার স্ত্রী; বিমলা আমার কন্যা। মহাশয় আপনি যদি জানেন, তবে দয়া ক'রে বলুন; না হয় ওঁকে (হরিচরণকে) জিজ্ঞাসা করুন, তা'রা বেঁচে আছে কি না! বোধ হয় আমার পাপে তা'রাও এ সংসারে নাই।" হরিচরণের হস্ত ছাড়িয়া ভবেশ তাঁহার

দিকে অগ্রসর হইল। কারাধ্যক্ষ ভবেশকে সামান্য কয়েদীর ন্যায় দেখিতেন না, বরং তাহার শান্তস্বভাব এবং বিষণ্ণ বদন দেখিয়া সময়ে সময়ে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। তিনি ভবেশকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া হরিচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন মহাশয়! এঁর পরিবারেরা ভাল আছেন?" হরিচরণ তাঁহার দিকে চাহিবামাত্র তিনি ইঙ্গিত করিলেন। সে ইঙ্গিত দেখিতে পাইয়া ভবেশ চীৎকারপূর্ব্বক—"আর বলার প্রয়োজন নাই, আমি বুঝতে পেরিচি, বিজয় ও বিমল ছেড়ে গিয়েচে! হা ভগবান্! আমার সর্ব্বনাশ পূর্ণ হ'ল" বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইল। হরিচরণ সত্বর উঠিয়া তাহার পতনোন্মুখ দেহ হৃদয়ে ধারণ করিলেন এবং বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কারাধ্যক্ষের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"হায়, হায়! কুক্ষণে আজ ভবেশকে দে'খতে এসেছিলাম! জল্লাদের কাজ করে গেলাম।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভগবানের কৃপায় হরিচরণ সুখের সংসারের অধীশ্বর। তাঁহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। গৃহটী দ্বিতল করিয়াছেন। পুরাতন ঘর ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে। ঘরগুলি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন এবং যথাসম্ভব সজ্জিত। সমগ্রবাড়ী ও বৃহৎপ্রাঙ্গন ইষ্টকপ্রাচীরে বেষ্টিত। নূতন জমি-জমা খরিদ করায় হরিচরণের সামান্য পৈতৃক

সম্পত্তি অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কৃষিকর্ম্মে তাঁহার বড় আনুরক্তি। প্রজাদের সহিত চাষের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা বৎসর বৎসর ধান্য এবং রবিশস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। এইরূপে অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি গ্রামের একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি এবং সকল শ্রেণীরই অনুরাগভাজন হইলেন। সকলেই তাঁহার দ্বারা যথাসাধ্য উপকৃত, সরল ব্যবহারে সন্তুষ্ট এবং তাঁহার অমায়িকতায় মুগ্ধ হইত।

হরিচরণের মাতার সকল সাধই পূর্ণ হইয়াছে। এখন পুণ্য-তীর্থ দর্শন তাঁহার শেষ বাসনা। সকলকে রাখিয়া ৺কাশীধামে দেহত্যাগ করিতে পারেন, ইহাই বৃদ্ধার একমাত্র অভিলাষ। এসম্বন্ধে তিনি হরিচরণকে একবার বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিয়াছিল। হরিচরণ মাতার প্রস্তাব শুনিয়া দুঃখিতভাবে উত্তর দিয়াছিলেন—'মা, আরও কিছুদিন থেকে আমাদের একটা ব্যবস্থা ক'রে তারপর কাশীধামে যেও। আমরা এখনও সংসারের ভার লওয়ার উপযুক্ত হইনি। যা' কিছু তোমারই পুণ্যে হ'য়েচে। তুমি এখন আমাদের ছেড়ে গেলে বড় কষ্ট হ'বে।' খগেন কাছে ছিল। সে এই কথোপকথনের মর্ম্মটা যেন আভাসে কতকটা অনুভব করিয়া বিষণ্ণবদন হইল। 'বুড় ঠাকু'মা' তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে, এ যে বড় মর্ম্মভেদী প্রস্তাব। পুত্র ও পৌত্রের মুখ অবলোকন করিয়া স্নেহভরে বৃদ্ধার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি খগেনকে ক্রোড়ে লইয়া বারম্বার তাহার মুখ-চুম্বন করিলেন, এবং হরিচরণের দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"বাবা, আমার সকল তীর্থ তোমরা; কাশী যাওয়ার দরকার কি? যেখানেই মরি, হাড় ক'খানি গঙ্গায় দিস্।"

মনোরমা পূর্ণবয়স্কা যুবতী এবং গৃহিণী। সংসার এখন তাঁহারই হস্তে। শাশুড়ীর সেবা, তনয়ের লালন পালন, এবং স্বামীর সর্ব্বাঙ্গীন সুখবিধান, এখন তাঁহার জীবনের লক্ষ্য। বিজয়ার মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার হৃদয়ে গাম্ভীর্য্য ও বিষণ্নতা আশ্রয় লইয়াছে। বিজয়ার অভাবে তাঁহার সংসারের পূর্ণ সুখও যেন কেমন একটু অপূর্ণ বোধ হইত। সে অপূর্ণতা যাবজ্জীবন রহিয়া গিয়াছিল।

খগেন প্রায় পাঁচ বৎসরের বালক। তাহার ডাগর চক্ষু, সুন্দর মুখখানি এবং গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ দেখিলেই তাহাকে ক্রোড়ে লইতে ইচ্ছা হইত। বালক অতি চতুর ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি। বাটীর ভিতর তাহার নিমিত্ত পায়রার বাসা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক জোড়া হইতে এখন দশটী পায়রা উদ্ভূত হইয়া, খগেনের স্কন্ধে একটা বড় সংসারের ভার চাপাইয়াছিল। বালক তাহার পোষ্যদিগকে লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত। প্রাতঃকালে ও সায়াহ্নে তাহাদের উড্ডয়ন একটা বড় উল্লাস ও উৎসাহের কাজ। উড়িতে উড়িতে যখন পারাবত-গুলি নীলাকাশে এক একটী কৃষ্ণ রেখাবৎ প্রতীয়মান হইত, বালকের ক্ষুদ্রহস্তের অস্ফুট করতালি তখনও নিবৃত্ত হইত না। সে আহ্লাদে অধীর হইয়া মাতাকে ডাকিয়া দেখাইত। এই নির্ম্মল আনন্দে তাহার একটী মনোমত সঙ্গী জুটে নাই, খগেনের ইহাই দুঃখ। একদা ধীরেনের কথা এবং তাহার বিমলদিদির কথা উত্থাপিত করিয়া, সে তাহার মাতাকে

কাঁদাইয়াছিল। তাহারা কোথায় আছে, কেনই বা আসে না, এ সময় আসিলে তাহার পায়রা দেখিয়া কত আমোদ পাইত, জ্যেঠাইমা কোথা আছেন, ইত্যাদি অনেক কথা সময়ে সময়ে বালকের মনে উদিত হইত; কিন্তু মাতার নিকট হইতে তাহাদের সুযোগ্য মীমাংসা পাইত না।

এই ক্রীড়াসক্তির মধ্যে খগেনের পাঠানুরক্তিও জন্মিয়াছিল। মনোরমা স্বয়ং পুত্রের পাঠে উৎসাহ দিতেন। তবে এখনও অতি শিশু বলিয়া কোনরূপ পীড়াপীড়ি করিতেন না। দুই তিনখানি বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ ছিঁড়িয়া খগেন কঠিন বিদ্যাশিক্ষার পথে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছিল।

একদা অপরাহ্নে মনোরমা অন্দরের বারান্দায় বসিয়া খগেনের ক্রীড়া দেখিতেছিলেন, এমন সময় "কোথায় গো, গিন্নিরা কোথায়" বলিয়া একজন বর্ষীয়সী বিধবা খিড়কীর দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন। রমণী প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া পশ্চাতে চাহিয়া বলিলেন—"ওমা, এইপথে আয়; দেখিস, যেন চৌকাটে পা না বাধে।" পরক্ষণে অলঙ্কার-শিঞ্জনশব্দ শ্রুত হইল, এবং একটী অলঙ্কার-ভূষিতা বালিকা হাসিমুখে রমণীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। রমণী মনোরমাকে দেখিয়া বলিলেন—"এইযে মা, বসে আছ? ভাল আছ ত? খোকা ভাল আছে? গঙ্গাস্নান থেকে ফিরে এসে অবধি জ্বরে বড় ভুগিচি, তাই এতদিন তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। আমার বিলাস আজ শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেচে; মনে ক'রলাম, তোমাদের সঙ্গে দেখা করিয়ে আনি। তোমার উপকার এজন্মে ভু'লবার নয়।"

রমণী মৃত কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী। পাঠক ইহার কথা শুনিয়াছেন। বালিকাটী তাঁহার কন্যা বিলাসিনী। মনোরমা উঠিয়া সাদর-সম্ভাষণে তাঁহাদিগকে বসিতে পিঁড়ি দিলেন। রমণী তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন—"থাক্ মা, তুমি বস। আমরা বস্‌চি। বিলাস, তোর বউদিদিকে প্রণাম কর্।"

কন্যা মনোরমাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। মনোরমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন—"থাক ভাই, থাক; অমনিই আশীর্ব্বাদ করি, আয়তি হয়ে সুখের সংসার কর।"

রমণী—"হ্যাঁ মা, আশীর্ব্বাদ কর, যেন বিলাস আমার তোমারই মত সুখের সংসারের গৃহিণী হয়। আমি আর কিছু চাই না। বড় দিদি বুঝি গা ধুতে গিয়েচেন?"

মনোরমা—"হাঁ, এখুনি ফি'রবেন।"

রমণী—"দেখ মা, তোমাদের আশীর্ব্বাদে শ্বশুরবাড়ীতে বিলাসের বড় যত্ন হ'য়েচে। শ্বশুর শাশুড়ী চোকের আড়াল ক'ত্তে চান না। কত সাধ্যসাধনা করায় আট দশ দিনের জন্যে পাঠিয়ে দিয়েচেন। আমার একমাত্র কষ্ট এই যে, ইচ্ছামত মেয়েকে দে'খতে পাই না। তা' হ'ক, না হয় আমার মন কেমন ক'রলেই বা, মেয়ের ত কোন দুঃখ নাই, তা' হ'লেই হ'ল। কি বল মা?"

মনোরমা—"তা বইকি। জামাইবাবু শুন্‌তে পাই বেশ উপায় করেন।"

রমণী (পুলকিত বদনে)—"হ্যাঁ মা, আজকাল তাঁ'র দু'পয়সা পাওনা হ'য়েচে। বে'র সময় বিলাসকে মল, বালা, অনন্ত ও হার দিয়েছিলেন, এবার এই ক'খানি বেশী

দিয়েচেন। (কন্যার দিকে চাহিয়া) মা, একটু সরে আয়, তোর বৌদিদিকে দেখা।”

পাঠকের স্মরণ আছে প্রায় দেড় বৎসর অতীত হইল, এই বিলাসিনীর বিবাহে অর্থ সাহায্য করিয়া, মনোরমা ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীকে একটী গুরুদায় হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে। কন্যার বিবাহের অল্পকাল পরে গৃহিণী স্বামীহীনা হন। মনোরমা দেখিলেন, ব্রাহ্মণীর পক্ষে সমগ্র দেনা পরিশোধ করা কষ্টকর হইবে, তাই ঋণের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই সকল কারণে বিধবার কৃতজ্ঞতার অবধি ছিল না। এক্ষণে জামাতা তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করিতেছেন, এবং কন্যা পরম সুখে স্বামীর ঘর করিতেছে ; সুতরাং তাঁহার কৃতজ্ঞতা শত-গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কন্যার অলঙ্কারাদি দেখাইতে দেখাইতে তিনি বলিলেন—“মা, আমার ছেলে ছিল না, তোমারই অনুগ্রহে আমি ছেলে পেইচি। তোমরা দীর্ঘজীবী হ’য়ে সুখে ঘরকন্না কর। আমার মাথায় যত চুল, তত বৎসর তোমার খগেনের পরমায়ু হ’ক।”

আত্ম-প্রশংসা শ্রবণে মনোরমার মুখমণ্ডল লজ্জা ও সন্তোষে আরক্তিম হইল। এদিকে অলঙ্কার-ভূষিতা অপরিচিতা বালিকা তাহাদের গৃহে আসিয়াছে দেখিয়া, খগেন ক্রীড়াভঙ্গ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ উঁকি দিতেছিল, কিন্তু লজ্জাবশতঃ মাতার কাছে হঠাৎ অগ্রসর হইতে সাহস করিতেছিল না। পিতামহী যাই ঘাট হইতে ফিরিলেন, অমনি তাঁহার সঙ্গে বালক রমণীমহলে উপস্থিত হইল।

হরিচরণের মাতা সস্মিতবদনে বলিলেন—"এই যে গা, কতক্ষণ? অসুখ বেশ সেরেচে ত? বিলাস বুঝি আজ শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেচে?"

ভট্টাচার্য্য গৃহিণী—"হাঁ দিদি। বড় ভাগ্যি, বেঁচে উঠে তোমাদের দে'খতে পেলাম। বিলাস আজ এসেচে। তাঁরা কি পাঠাতে চান, আমার অসুখের খবর দিয়ে কত সাধ্যসাধনা করায় তবে পাঠিয়েচেন। তাও খুব অল্পদিনের জন্য।" তিনি খগেনকে ক্রোড়ে লইতে সস্নেহে হস্ত প্রসারণ করিলেন, কিন্তু লাজুক বালক পিতামহীর পশ্চাতে লুক্কায়িত হইল।

মাতার ইঙ্গিতে বিলাসিনী হরিচরণের মাতার পদধূলি লইল। তিনি বালিকার চিবুক স্পর্শপূর্ব্বক চুম্বন ও আদর করিলেন এবং তাহার সুখের সংসার কামনা করিলেন।

অতঃপর বিলাসিনীর গহনা সম্বন্ধে বিবিধ মন্তব্য প্রকাশিত হইল। তাহার মর্ম্ম—গহনাগুলির গঠন বেশ; কয়েকখানি নূতন ধরণের; হরিচরণ এবার বাড়ী আসিলে মাতা বধূমাতার জন্য সেইরূপ গহনা একপ্রস্থ তৈয়ারী করিতে বলিবেন, ইত্যাদি।

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী—"বেশ ত দিদি। হরি বাড়ী এলে আমি বিলাসীকে নিয়ে আসবো।"

খগেন এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। সুযোগ বুঝিয়া বাগ্দেবী তাহার স্কন্ধে ভর করিলেন। সে আবদার সহকারে বলিল—"ঠাকু'মা! বাবা যদি আমার বই না আনে, তা হলে কিন্তু—

পিতামহী বলিলেন—"হ্যাঁ, তোমার বই আন্‌বে বইকি। আমি তোমার বাবাকে আ'নতে বলে দিয়িচি।"

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী (কৌতুক করিয়া)—"বাবাকে খগেনের বই আন্‌তে বলেচ, সেই সঙ্গে একটী রাঙ্গা বউ আনতে ব'লে দিয়েচ ত? ক'লকাতায় যদি রাঙ্গা বউ না পাওয়া যায়, ত আমার সঙ্গে খগেনের বিয়ে দিও না কেন? (খগেনের দিকে চাহিয়া) কেমন ভাই, আমাকে মনে ধরে?" সকলে হাস্য করিলেন।

পিতামহী বিলাসিনীর সহিত খগেনের পরিচয় করিয়া দিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহারা যেন দীর্ঘকালের পরিচিতের ন্যায় বাক্যালাপ করিতে লাগিল। খগেন বিলাসকে সাগ্রহে তাহার পায়রা দেখাইতে লইয়া গেল।

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী—"ভাল কথা দিদি, ভবেশের খবর কিছু শুনেচ? আহা, বাছার আমার ত্রিসংসারে কেউ নেই। শত্রুরের ও যেন এমন সর্ব্বনাশ না হয়। ভবদিদি (ভবেশের মাতা) যেমন গুণের মানুষ, বউমাটীও তেমনি সতীলক্ষ্মী ছিল; আর ছেলে যেন সোণার পুতুল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সবগুলি কোথায় চলে গেল! ভগবান কেন এমন কল্লেন?"

মনোরমা বিষণ্ণ হইলেন। হরিচরণের মাতা একটী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"কি আর ব'লব বোন! আর যে কতদিন বাঁ'চব, কত দুর্ঘটনা দেখ'ব, তা ভগবানই জানেন। ভব, ধীরেন এই চোখের ওপর সংসার ছেড়ে গিয়েচে; বিমল ও বৌমার মৃত্যুর কথা এই কাণেই শু'নলাম; তা'র পর তিন মাসও হয়নি, একদিন খবর পেলাম, ভবেশ জেলে গিয়েচে। এই সব দেখে শুনে এ বয়সে আর সংসারে থা'কতে ইচ্ছা হয় না।"

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী—"সে কি? ভবেশ জেলে গিয়েচে? আহা! দিদি, কেন জেলে গেল? কি অপরাধে? আমি ত শুনিনি!"

হরিচরণের মাতা—"হতভাগার যে কি দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল, সংসার ধর্ম্ম সব ছেড়ে পাপে ম'জল, আর আপনার জন তারই অযত্নে একে একে মারা গেল। মনে হ'লে প্রাণটার ভেতর বড় যন্ত্রণা হয়। হরি বাড়ী এলে ভবেশের খবর জা'নতে পা'ব।"

এইরূপ বিবিধ কথোপকথনে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল।

হরিচরণ পরদিবস অপরাহ্নে গৃহে আসিলেন। খগেন পিতার ক্রোড়ে উঠিয়া পর্য্যায়ক্রমে চুম্বন, কমলালেবু ও পুস্তক পাইল। হস্ত-মুখ ধাবন ও জলযোগ শেষ হইলে, মাতার সহিত হরিচরণের কথোপকথন হইতে লাগিল। মনোরমা একান্তে বসিয়া শুনিতেছিল। ভবেশের কথা উঠিবামাত্র হরিচরণের মুখ ভার হইল, তিনি প্রথমে কোন উত্তর দিলেন না। মাতা প্রশ্ন করিলেন—"বাবা, ভবেশের খবর কি? আর কতদিন সে জেলে থা'কবে?" কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিলেন,—"ভবেশকে কি দে'খতে গিয়েছিলে? সে কেমন আছে?"

হরিচরণ—"হ্যাঁ মা, প্রায় মাসখানেক হ'ল ভবেশকে প্রথমবার জেলে দে'খতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেদিন যে সর্ব্বনাশ ক'রে এসিচি, মনে হ'লে কষ্টের সীমা থাকে না।"

মাতা (ব্যগ্রভাবে)—"সে কি বাবা, কিছুইত বু'ঝতে পা'রলাম না! কি হয়েচে?"

হরিচরণ—"আহা, জেলে যাওয়া অবধি ভবেশের চৈতন্য হ'য়েচে। অনুতাপ ও মনের যন্ত্রণায় তা'র শরীর বড় শীর্ণ। মা, ভবেশ আমাকে দেখে যে কি ভাবে আমার পায়ের কাছে ব'সে প'ড়ল, এবং কি করুণস্বরে তার দুর্দ্দশা ও অনুতাপ জানালে, তা' মুখে বলা কঠিন। বিমল ও বৌ যে নাই, তা' সে জা'নত না।" হরিচরণ চুপ করিলেন। মাতার ও মনোরমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। মাতা দীর্ঘনিশ্বাসসহ বলিলেন—"আহা, বাছা আমার!! বাবা, তা'র পর কি হ'ল?"

হরিচরণ—"আর কি হবে, আমি সর্ব্বনাশ ক'রলাম। না বুঝে এমন একটা কথা ব'লে ফে'ললাম, যাতে ভবেশ বু'ঝলে যে, সংসারে তা'র আপনার কেউ নাই। আর অমনি চীৎকার ক'রে ব'সে প'ড়ল। জেলের লোকজন এল। আমি তখন সত্য কথা খুলে ব'লতে বাধ্য হ'লাম। ভবেশ মূর্চ্ছা গিয়েছিল, সকলে ধ'রে তাকে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল। আমি আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে বাসায় ফিরে এলাম।"

মাতা—"মরে যাই! মরে যাই! তা'রপর?"

হরিচরণ—"প্রায় দশ পনর দিন হ'ল, ভবেশকে আর একবার দে'খতে গিয়েছিলাম। দে'খলাম, তা'কে চেনা কঠিন। তা'র ভয়ঙ্কর আকৃতি দেখে আমার প্রাণটা কেঁপে উ'ঠল। সে বল্লে—'ভাই, আমার শেষ আশা পূর্ণ হ'ল না। মা ও ধীরেনকে এ জন্মে পা'বনা জা'নতাম; ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা ক'রতাম, যেন অন্ততঃ বিজয়া ও বিমলার ক্ষমালাভ ক'রে মরি। ভগবান আমার আত্মাকে সে শান্তি-ভোগে বঞ্চিত কল্লেন! সংসার এখন আমার কাছে

অন্ধকারময় নরকতুল্য। ইহলোকেও নরকযন্ত্রণা, পরলোকেও তাই! ভাই, আমার কি হবে?' জেলরক্ষক পর্য্যন্ত ভবেশের ইতিহাস শুনে কাঁ'দতে লা'গল। আমি বাইরে এসে তাঁর মুখে শু'নলাম যে, ডাক্তার সাহেব পরীক্ষা করে ব'লেচেন, ভবেশের যক্ষ্মা হ'য়েচে। মা, আমিই এই সর্ব্বনাশের কারণ!" মনোরমা অধীরভাবে কাঁদিতে লাগিলেন।

মাতা—"যক্ষ্মা হয়েচে! আহা, বাছা আমার!! হ্যাঁ বাবা, ও ব্যারামে প্রাণের কোন ভয় নেই ত?"

হরিচরণ—"মা, ও রোগের হাত থেকে কি আর মানুষের রক্ষা আছে? আজ না হয় কাল, এ মাস না হয় ও মাস, মৃত্যু নিশ্চিত। যক্ষ্মা তুষের আগুণের মত মানুষের দেহ, শক্তি এবং জীবনী ক্ষয় ক'রে ফেলে। এ পাপের ভাগী আমি!"

মাতা—"সে কি বাবা, ষাঠ্! তুমি সুবোধ ছেলে, তোমাকে কি বোঝাতে হবে! ভবেশ সে ঘটনা ছ'মাস পরে নিশ্চয় জা'নতে পেত, দৈববশতঃ সেটা ছ'মাস আগে জা'নলে। তবে তোমার কাছে থেকে জা'নতে পেলে, এই তোমার দুঃখ। সকলই ভগবানের ইচ্ছা। তিনি যেমন ঘটান, তেমনি ঘটে। তোমার কোন অপরাধ নাই।"

হরিচরণ—"মা, বুঝেও মন প্রবোধ মানে না। আমিই যে ভবেশকে তার সর্ব্বনাশের সংবাদ দিয়েচি, আর সেই সংবাদ যে তার অকাল-মৃত্যুর কারণ, এ কথাটা চিরকাল আমার মনে থা'কবে।"

ভবেশের কথা লইয়া অনেক দুঃখপ্রকাশ ও অশ্রুপাত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার পর প্রায় এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। একদা ছুটীতে বাড়ী আসিয়া হরিচরণ খগেনকে বলিয়াছিলেন 'খগেন, তুমি কেমন প'ড়চ? কাল সকালে আমি তোমার পড়া নেব।' খগেন সেই জন্য আজ সকাল সকাল উঠিয়া মুখ ধুইয়া পুস্তকহস্তে বাহির বাটীতে পড়িতে বসিয়াছে। দক্ষিণহস্তে পুস্তকখানি লইয়া সে শিশুকণ্ঠে সবে আবৃত্তি করিতেছে—

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" এমন সময় একটা ক্রীড়াশীল বিড়ালশাবক তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিল। সেটি খগেনের ক্রীড়া-সঙ্গী প্রিয় 'পুসি'। পুসির শিকারার্থ ইতস্ততঃ ধাবন ও লম্ফঝম্প তাহার নিকট উত্তরোত্তর এতই কৌতুকজনক হইয়া উঠিল যে, বালক থাকিতে না পারিয়া পুস্তকখানি একপার্শ্বে রাখিল, এবং দ্রুতগতিতে বিড়াল শিশুর কাছে গিয়া তাহার ক্রীড়ায় যোগ দিল। এমন সময় হরিচরণ আসিয়া বলিলেন—"খগেন, ও কি হচ্চে? তোমার পড়া হয়েচে?"

বালক অপ্রতিভ হইয়া নিরুত্তর রহিল।

হরিচরণ—"তুমি বুঝি পড়া মুখস্থ না ক'রেই খেলায় প্রবৃত্ত হয়েচ? বই নিয়ে এস দেখি।" খগেন পুস্তক লইয়া আসিল।

হরিচরণ (কবিতা দেখাইয়া)—"এই কবিতাটা মুখস্থ করার কথা ছিল। কতটুকু মুখস্থ হ'য়েচে?" খগেন নিরুত্তর।

"ওইখানে ব'সে মুখস্থ কর। যতক্ষণ না মুখস্থ হয়, ততক্ষণ কোথাও যেতে বা কিছু খেতে পাবে না,"—এই আদেশ দিয়া হরিচরণ বাহির হইলেন।

খগেন বুঝিয়াছিল যে, তাহার কাজটা বড় গর্হিত হইয়াছে; তাই অবনত মস্তকে পিতার এই কঠিন আদেশ পালনে প্রবৃত্ত হইল। অন্য দিন হইলে ওরূপ দুই তিনটা কবিতা সে একঘণ্টার মধ্যে মুখস্থ করিতে পারিত; কিন্তু কি দৈবদুর্ব্বিপাক! আজ তাহার পাঠে কিছুতেই মনোনিবেশ হইল না। দ্বিতীয় পংক্তি আবৃত্তি করিতে গিয়া প্রথম পংক্তি ভুলিয়া যায়, তৃতীয় পংক্তি আবৃত্তি করিতে গিয়া দ্বিতীয় পংক্তি ভুলিয়া যায়,—বিষম বিভ্রাট! ক্রীড়া-প্রবৃত্তি তাহার মনের একাগ্রতা ভাঙ্গিয়াছিল। সে একাগ্রতা আর কিছুতেই ফিরিল না। পুসিই তাহার পরম শত্রু; বালক মনে মনে তাহাকে অজস্র অভিসম্পাত করিল।

খগেন মহা সমস্যায় পড়িয়াছিল সত্য; কিন্তু সে জানিত যে, স্নেহময়ী মাতার কর্ণে এ বিপদের সংবাদ পৌঁছিলেই তাহার উদ্ধার হইবে। এই আশ্বাসে সে প্রচণ্ড উদ্যমের সহিত কবিতা আবৃত্তি করিতে এবং ঘন ঘন অন্দরের পথে চাহিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, শব্দোচ্চারণের সহিত মনের ঐক্য না থাকা প্রযুক্ত তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। এইরূপে এক ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইলে খগেন পিতার তাড়না ভয়ে প্রকৃতই ভীত হইতে লাগিল।

অবশেষে বিধাতা খগেনের প্রতি সদয় হইলেন। মনোরমা দুগ্ধের বাটী হস্তে বহির্ব্বাটীতে আসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ বাবা, এত বেলা পর্য্যন্ত কিছু খা'সনি, পিত্তি প'ড়বে যে। দুধ টুকু খেয়ে নে।" খগেন কপট কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিল—"না, আমি এখন খাব না। পড়া মুখস্থ হয়নি; বাবা শু'নলে ব'কবে।"

মনোরমা (হাসিয়া)—"ব'কবেন কেন বাবা, আমি তাঁকে বারণ ক'রে দেব। তুই খেয়ে নে।" বহির্দ্দেশে পদশব্দ শুনিয়া খগেন একটু ত্রস্তভাবে দুগ্ধপানে অসম্মতি জানাইল।

হরিচরণ রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া মনোরমাকে বলিলেন— "খগেন আজ পড়া মুখস্থ না ক'রেই খেলা ক'চ্ছিল। আমি ব'লে দিয়েছিলাম, যতক্ষণ পড়া তৈয়ারী না হয়, ততক্ষণ খেলা ক'ত্তে বা কিছু খেতে পাবে না।"

মনোরমা দুগ্ধের বাটী খগেনের মুখে ধরিয়া স্বামীকে বলিলেন—"তুমি কিছু ব'ল না; দুধ খেয়ে পড়া মুখস্থ করুগ।"

হরিচরণ—"আচ্ছা, তাতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু পড়া মুখস্থ না হ'লে কোথাও যেতে পা'রবে না। আমি বুঝ্‌তে পেরিচি, ওর মাথায় বিড়ালছানা খেলচে, তাই পড়ায় মন ব'সচে না।" মনোরমা হাসিতে লাগিলেন। খগেন সলজ্জভাবে দুগ্ধ পান করিয়া আর একবার পাঠে মনোনিবেশ করিল।

অনতিবিলম্বে সদর দরজায় একটী স্ত্রীমূর্ত্তি দেখা দিল। তাহার মস্তকে খাদ্যদ্রব্যপূর্ণ একটা হাঁড়ি ও ছোট একটী গাঁটরি। মনোরমা ব্যস্তসমস্তভাবে হরিচরণকে বলিলেন—

"দেখ, দেখ, লক্ষ্মী বুঝি পলাশপুর থেকে তত্ত্ব নিয়ে এল।" হরিচরণ সবিস্ময়ে বলিলেন—"তাইত, লক্ষ্মীই ত বটে।" উভয়ে আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইল।

লক্ষ্মী আসিয়া মস্তক হইতে দ্রব্যাদি নামাইল এবং হরিচরণ ও মনোরমার চরণ-বন্দনাপূর্ব্বক মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহারাও পরম যত্নে কৃত্তিবাস, তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রের কুশলাদি সংবাদ লইলেন।

কৃত্তিবাস তত্ত্ব পাঠাইয়াছিলেন—মনোরমা ও খগেনের কাপড় এবং মিষ্টান্ন। হরিচরণের নামে কৃত্তিবাসের একখানি এবং মনোরমার নামে কৃত্তিবাসের স্ত্রীর একখানি পত্র ছিল। লক্ষ্মী পত্রদ্বয় অঞ্চল হইতে খুলিয়া দিল। হরিচরণ খগেনকে বলিলেন—"খগেন, আজ আর তোমার পড়ার দরকার নাই, খেলা কর গে।" বালক লোলুপভাবে সন্দেশের হাঁড়ির দিকে চাহিতেছিল। মনোরমা তাহাকে লক্ষ্মীর ক্রোড়ে দিয়া বলিলেন—"লক্ষ্মী, এই আমার খগেন।" লক্ষ্মী তাহার মুখচুম্বনপূর্ব্বক দুই হাতে দুইটী সন্দেশ দিয়া বলিল—"বাবা, তোমার মামা তোমার জন্যে এই সন্দেশ পাটিয়েচেন।" বালক আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে খেলা করিতে গেল।

হরিচরণ কৃত্তিবাসের পত্র পাঠ করিয়া মনোরমাকে শুনাইলেন। কৃত্তিবাস লিখিয়াছিলেন :—

"ভাই! আজ বিজয়ার তত্ত্বের দিন। বিজয়া যখন স্বামী-গৃহে ছিল, প্রতি বৎসর এই সময় তা'র ও ছেলে-মেয়ের সামান্য একটু তত্ত্ব করিতাম। তাহারা কত আহ্লাদ করিবে ভাবিয়া প্রাণে বড় সুখ হইত। দেড় বৎসরেরও অধিক

হইল, তাহারা একে একে সংসার ছাড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু বৎসরের সেই দিনটী আসিয়াছে। মনোরমা এক্ষণে বিজয়ার স্থলাভিষিক্তা,—এখন হইতে মনোরমার তত্ত্ব করিব। ভাই, বিজয়ার শেষ কথাগুলি মনে আছে কি? বিজয়া বলিয়াছিল—'দাদা, আমার মৃত্যুর জন্য তুমি কোন দুঃখ ক'রো না; তোমার একটী বোন থা'কল। মনোরমাকে যত্ন ক'রো, মাঝে মাঝে তত্ত্ব ক'রো, আমি স্বর্গে থেকে সুখী হ'ব। এমন বোনটী আর পাবে না।' মনোরমার উপযুক্ত তত্ত্ব করি, আমার এমন কি ক্ষমতা? তবে আমাদের চক্ষে মনোরমা বিজয়া হইতে অভিন্না। বিজয়াকে হারাইয়া মনোরমাকে পাইয়াছি। বিজয়াকে যে সামান্য তত্ত্ব করিতাম, সেই সামান্য তত্ত্বই মনোরমার প্রতি আমাদের প্রগাঢ় স্নেহ জ্ঞাপন করিবে।

"মনোরমাকে একবার মাত্র সাত আট দিনের জন্য দেখিয়াছি। বড় দুর্দ্দিনে ভগিনী দেবীর ন্যায় আমাদের গৃহে উপস্থিত থাকিয়া স্নেহ-প্রযত্নের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু নিয়তি কে খণ্ডাইবে? মানুষের যাহা সাধ্য, বিজয় ও বিমলের জন্য মনোরমা তাহা করিয়াছেন। সে বিপদের সময় সকলেরই প্রাণে গভীর বেদনা,—মনোরমাও কাঁদিতে কাঁদিতে এখান হইতে গিয়াছিলেন।

"সংসারীর দুঃখ বড় ক্ষণস্থায়ী। অল্পে অল্পে প্রাণের সে দারুণ বেদনা প্রায় ভুলিয়াছি। এখন বিজয়ার কথা মনে হইলেই মনোরমাকে মানসচক্ষে দেখিতে পাই। ভগিনীকে আর একবার দেখিতে আমাদের বড় ইচ্ছা।

"অতুলের কর্ণবেধ উপলক্ষে মনোরমাকে এই মাসে আমাদের বাড়ীতে একবার আনিতে ইচ্ছা করি। আমার স্ত্রীর একান্ত অনুরোধ। অন্ততঃ দুই তিনদিনের জন্যও ভগ্নীকে আমার গৃহে পাঠাইবেন না কি? আশা করি, আমাদের এ সাধ অপূর্ণ থাকিবে না।

কৃত্তিবাস।"

কৃত্তিবাসের স্ত্রীও মনোরমাকে পলাসপুরে লইয়া যাইবার কথা লিখিয়াছিলেন। হরিচরণ মাতা ও মনোরমার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, কৃত্তিবাসের অনুরোধ রক্ষা করিবেন, মনোরমাকে পলাসপুরে পাঠাইবেন। কৃত্তিবাসকে সমাদরের সহিত সেইরূপ পত্র লেখা হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হব হব হইয়াছে। বসন্তের সান্ধ্য সমীরণ শ্যামল নবকিশলয়ে নৃত্য করিতেছে। রক্তবর্ণ সূর্য্যমণ্ডল পশ্চিমাকাশে নামিতে নামিতে লোহিত কিরণচ্ছটা গগন প্রাঙ্গনে ঢালিয়া দিয়াছে, স্থির জলদ-স্তূপে প্রতিফলিত হইয়া তাহা মনোহর শোভা বিকাশ করিতেছে। এমন সময়—ষ্টেশনে ট্রেণ আসিয়া থামিল। কৃত্তিবাস ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন; গাড়ী হইতে মনোরমা, খগেন ও লক্ষ্মীকে নামাইয়া লইলেন। হরিচরণ বলিয়া গেলেন, তৃতীয় দিবসে তিনি স্বয়ং আসিয়া মনোরমাকে বাটী লইয়া যাইবেন।

"এস দিদি, আজ আমার কি সৌভাগ্য—"বলিয়া আনন্দে গদ্‌গদস্বরে কৃত্তিবাস মনোরমার সম্ভাষণ করিলেন। মনোরমা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পাল্কীতে উঠিলেন। খগেনকে মাতার ক্রোড় হইতে লইয়া বারম্বার মুখচুম্বন পূর্ব্বক কৃত্তিবাস জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, আমি কে বল দেখি?" খগেন অপ্রতিভ হইয়া মাতার মুখের দিকে চাহিল। মনোরমা হাসিয়া বলিলেন, "তোমার মামা"। খগেনও হাসিয়া কৃত্তিবাসের দিকে চাহিয়া বলিল—"তুমি মামা"। কৃত্তিবাসের নয়নকোণে আনন্দাশ্রু দেখা দিল।

মনোরমা খগেনকে ক্রোড়ে লইয়া পাল্কীতে বসিলেন। বাহকেরা পাল্কী উঠাইল। লক্ষ্মী সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া চলিল। কৃত্তিবাস বাহকদিগকে সাবধানে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়া, লক্ষ্মীকে বলিলেন—"লক্ষ্মী, তুই সঙ্গে সঙ্গে থাকিস্। আমি হাট থেকে কয়েকটা জিনিষ কিনে সন্ধ্যার পর, বাড়ী ফির্‌বো।"

পাল্কীর দুইটী কবাট উদ্ঘাটিত করিয়া মনোরমা প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে এবং লক্ষ্মীর সহিত গল্প করিতে করিতে চলিলেন। ষ্টেশন হইতে কৃত্তিবাসের গৃহ দুই ক্রোশ পথ। বড় রাস্তার বাম অংশে পলাশপুর।

কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে খগেন জিজ্ঞাসা করিল—"মা, মামার বাড়ী আর কতদূর?" শিশুকালে মামার বাড়ী যাওয়ার আনন্দটা যে কত মধুর, কত বিচিত্র সুখ-কল্পনা-জড়িত, তাহা বর্ণনাতীত।

লক্ষ্মী উত্তর দিল—"আর বেশী দূর নেই বাবা।"

খগেন মস্তক ঈষৎ বাহির করিয়া সুদূরে বৃক্ষরাজি মধ্যস্থ একটা ক্ষুদ্র পল্লী লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"ওই বুঝি মামার বাড়ী?" লক্ষ্মী ও মনোরমা হাসিয়া উঠিলেন।

অল্পক্ষণ পরে খগেন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা মাসী! (লক্ষ্মীকে সে মাসী সম্বোধন করিত) মামার বাড়ীতে আমার মাসী আছে, আর এক দাদা আছে, কেমন?"

লক্ষ্মী—"হ্যাঁ বাবা। আর কত তোমার মত ছেলে আছে।"

খগেন—"আচ্ছা সেখানে বুড়দাদা আর বুড়দিদিও আছে?"

মনোরমা উত্তর দিলেন—"না বাবা, এ মামার বাড়ীতে তোমার বুড়দাদা, বুড়দিদি নাই।"

খগেন এ উত্তর কিছু বুঝিতে পারিল না, কিন্তু আর কোন প্রশ্ন করিল না।

কৃষক-রমণীরা বাম কক্ষে জলপূর্ণ কলস লইয়া দক্ষিণ-পার্শ্বে হেলিয়া গৃহে ফিরিতেছিল। পাল্কী দেখিয়া রাস্তার এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গেল, এবং মনোরমাকে এক-নজর দেখিয়া পরস্পর জল্পনা করিতে করিতে গৃহাভিমুখে চলিল। খগেন তাহাদের মধ্যে সমবয়স্ক উলঙ্গ কয়েকটা বালককে দেখিতে পাইয়া কৌতুক বশতঃ হাসিতে লাগিল। মনোরমা বুঝিলেন, খগেনের আন্তরিক ইচ্ছা, একবার নামিয়া গিয়া তাহাদের নাম, ধাম ও ক্রীড়াভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু পরিচয় লয়।

এক ক্রোশ পথ অতিবাহিত হইয়া গেলে সন্ধ্যা হইল। রাস্তার উভয়পার্শ্বে নিম্নভূমি। দক্ষিণভাগে প্রায় এক পোয়া দূরে মনোরমা একটা জলাশয় দেখিতে পাইলেন। তাহার তীরে বৃহৎ বৃহৎ কয়েকটা বৃক্ষ। সন্ধ্যাকালে সেই স্থান

দেখিলে স্বতঃই পথিকের মনে ভয়ের উদয় হয়। মনোরমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"লক্ষ্মী, ওই যে জলা মত একটা দেখা যাচ্চে, ওটা কি?" লক্ষ্মী বলিল—"দিদি, তা আর শুনে কাজ নাই; ডাইনের দ্বারটা বন্ধ ক'রে দাও।"

মনোরমা—"কেন, শুনিনা।"

লক্ষ্মী (মৃদুস্বরে)—"ওটা শ্মশান।"

পাল্কী চলিতে লাগিল। খগেন মাতার ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সান্ধ্যছায়া গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। কিয়দ্দূরে পথের উভয় পার্শ্বে ঘন-সন্নিবিষ্ট বৃক্ষলতাদি বন রূপে পরিণত হইয়াছিল। অকস্মাৎ পাল্কী থামিল। লক্ষ্মী সভয়ে পাল্কীর কাছে আসিয়া বলিল,—"ওমা, ওটা কি গো! দিদি, দেখ কি ভয়ানক চেহারা!" মনোরমা মস্তক বাড়াইয়া দেখিলেন, দশ হস্ত অগ্রে রাস্তার মধ্যভাগে একটা শীর্ণ, জীর্ণবাস, বিকটাকার মনুষ্য-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। তাহার নয়ন যুগল যেন অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল। সকলেরই মনে যুগপৎ ধারণা হইল যে, সেটা প্রেতমূর্ত্তি। শ্মশান-সান্নিধ্য হেতু ধারণা দৃঢ় প্রতীতিতে পরিণত হইল।

মূর্ত্তিটা মুহূর্ত্ত মধ্যে বনান্তরালে প্রবেশ করিল। বাহকেরা সভয়ে চাহিতে চাহিতে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। মনোরমা লক্ষ্মীর গা টিপিয়া দেখাইলেন, দূরে তমোরাশি মধ্যে প্রেতটার ছায়াময়ীমূর্ত্তি শ্মশানাভিমুখে চলিয়াছে। লক্ষ্মী অনুচ্চ-স্বরে ঘন ঘন রাম নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। মনোরমা হাসিয়া বলিলেন—"ভয় কি লক্ষ্মী! হয়ত ওটা মানুষ,—বা সন্ন্যাসী। শ্মশানবাসী সন্ন্যাসীর কথাও ত শোনা যায়!"

লক্ষ্মী বলিল—"কি জানি দিদি; কিন্তু মানুষের যে অমন ভয়ানক চাহনি হ'তে পারে, তা' বিশ্বাস হয় না। আর সন্ন্যাসী কেউ এলে কি জান্‌তে বাকি থাকে? আমার মনে ভাল নিচ্চে না।"

মনোরমা অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিলেন। তিমিরাচ্ছন্ন শ্মশান-বৃক্ষে বায়স-কলরব অস্ফুট শ্রুত হইতেছিল। তিনি অনিমেষ নয়নে সেইদিকে চাহিতে চাহিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"লক্ষ্মী, তুই জানিস্ বোধ হয়, দিদি ও বিমল কি ওই শ্মশানে—" প্রশ্ন সম্পূর্ণ হইল না।

লক্ষ্মী (বিষণ্ণভাবে)—"হ্যাঁ দিদি।"

মনোরমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি চক্ষু মুছিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন—"বড় ইচ্ছা করে, একবার গিয়ে দেখে আসি,—তাদের হাড় ক'খানিও যদি দে'খ্‌তে পাই।"

পাল্কী যখন কৃত্তিবাসের গৃহে পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পলাসপুরের রমণীবৃন্দ ইতিপূর্ব্বে মনোরমার দেবী-চরিত্রে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সকলেই আগ্রহের সহিত তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। কৃত্তিবাসের স্ত্রী, তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী সুলোচনা এবং কৃত্তিবাসের মাসী বহির্ব্বাটীতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সকলে প্রগাঢ় যত্নের সহিত মনোরমাকে বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন। খগেন তখনও ঘুমাইতেছিল। কৃত্তিবাসের স্ত্রী তাহাকে ক্রোড়ে লইলে বালকের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

মনোরমার মধুর বাক্যালাপে পরম প্রীত হইয়া রমণীরা স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলে, কৃত্তিবাসের স্ত্রী হাসিতে হাসিতে

বলিলেন—"ঠাকুরঝি, এখনও যেন বিশ্বাস হ'চ্চে না যে, তোমাকে পেইচি। তোমার মুখখানি দেখ্‌তে যে আমাদের কত সাধ হ'ত, তা আর কি ব'লব? তোমার কথা দিনে অন্ততঃ একবারও উ'ঠত। কিন্তু ভাই, আমরা আ'নতে চাইলে, তোমাকে যে পাঠাবেন, সে আশা খুব কমই ছিল।"

মনোরমা—"কেন বউ? ভাইয়ের বাড়ীতে আস্‌বো, তাতে আর বাধা কি? দিদির শেষ কথাগুলি মনে কর দেখি। তার চাইতেও কি দৃঢ় বন্ধন আর কিছু হ'তে পারে?"

কৃত্তি-স্ত্রী।—"হরিবাবুর আসা হ'লে বড় সুখের হ'ত। তিনি কি আজ কলিকাতায় গেলেন?"

মনোরমা।—"হাঁ। তাঁর ভাই আস্‌তে খুব ইচ্ছা ছিল। দাদাও বড় আগ্রহ ক'রেছিলেন। কিন্তু ছুটীর সুবিধা হ'ল না। তিনি পরশু দিন আমাকে নিতে আসবেন।"

কৃত্তিবাসের স্ত্রী কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন,—"এত শীঘ্র নিয়ে যাবেন? তা ভাই, দয়া ক'রে তোমাকে পাঠিয়েচেন, এই আমাদের পরম সৌভাগ্য। তাঁর মত উচ্চ মন ক'জনের। আমাদের ভাই বড় ইচ্ছা ছিল, অন্ততঃ এক সপ্তাহ তোমাকে রা'খব।"

মনোরমা হাতমুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িলেন; শ্রান্ত নিদ্রালু খগেনকে দুগ্ধপান করাইয়া শয়ন করাইলেন। শেষে নিজে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন। বলা বাহুল্য, মনোরমা তাহার অল্পই খাইলেন, এবং অবশিষ্ট অতুল ও সুলোচনাকে খাইতে দিলেন। মনোরমা একটু ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি ত ভাই কুটুম্ব বাড়ী আসিনি, এত আয়োজন কি জন্যে?"

তাহার পর সুলোচনা ও অতুলকে নিদ্রিত খগেনের কাছে রাখিয়া মনোরমা কৃত্তিবাসের স্ত্রীর সহিত রন্ধন-শালায় গেলেন। তথায় কৃত্তিবাসের মাসী রন্ধনের আয়োজন করিতেছিলেন। মনোরমা বলিলেন—"মাসী, আজ আমি র\u0981াধ্‌বো, আপনি উঠুন।"

মাসী (সবিস্ময়ে)—"সে কি মা, তুমি কেন র\u0981াধ্‌তে যাবে? গাড়ীতে এতটা পথ এলে, কতকষ্ট হয়েচে, আজ একটু বিশ্রাম করগে।" কৃত্তিবাসের স্ত্রী বিস্মিতা হইয়া মনোরমার দিকে চাহিলেন।

মনোরমা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"মাসী, আপনি বউকে জিজ্ঞাসা করুন, দিদির সঙ্গে রান্না সম্বন্ধে ওঁর কি রকম বন্দোবস্ত হ'য়েছিল।"

কৃত্তিবাসের স্ত্রীর মুহূর্ত্ত মধ্যে অতীত কথা স্মরণ হইল। মনোরমা বলিতে লাগিলেন—"দাদা যে ক'দিন বাড়ী থা'কবেন, সে ক'দিন রান্নাঘরে দিদির একাধিপত্য। কেমন বউ, এই বন্দোবস্ত ছিল না?"

কৃত্তি-স্ত্রী।—"হ্যাঁ ভাই। আহা, ঠাকুরঝি কি মানুষই ছিলেন! কত যত্ন! কত মায়া!"

মনোরমা।—"দিদির সে চুক্তি আমা দ্বারা ভঙ্গ হ'বে না। কাল যগ্‌গির রান্না, আজ আমি র\u0981াধ্‌বো।"

প্রবীণা, সরল-মনা মাসী এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া, মনোরমার ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে রন্ধনশালা ত্যাগ করিলেন। তাঁহার উপর বালকদ্বয় ও সুলোচনার তত্ত্বাবধান ভার পড়িল। শয়ন-গৃহে যাইয়া অতুল ও সুলোচনার মনোরঞ্জনার্থ

তিনি এক রাজপুত্র ও রাজকন্যার গল্প আরম্ভ করিলেন। এদিকে মনোরমা হাতা, বেড়ী, হাঁড়ী নামাইয়া রাঁধিতে বসিলেন। কৃত্তিবাসের স্ত্রী ও লক্ষ্মী কাছে বসিয়া তাঁহার সাহায্য ও তাঁহার সহিত নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। মনোরমা পথিমধ্যে যে ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, তাহার কথাও হইল।

কৃত্তিবাস গৃহে ফিরিবামাত্র মাসীর নিকট সকল কথা শুনিলেন, এবং ব্যস্ত সমস্ত ভাবে রন্ধনাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক বলিলেন,—"একি দিদি, একি! তুমি রাঁধচ! তা কখনই হ'তে পারে না। বিশেষ আজ, এতটা পথশ্রমের পর! তুমি ওঠ বোন, বিশ্রাম করগে।" কৃত্তিবাস স্ত্রীকে ভৎর্সনা করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময় মনোরমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"দাদা, কারো দোষ নাই। আমি নিজে মাসীকে সরিয়ে দিয়ে রাঁধ্‌তে বসি'চি। দাদা তুমি কিছু মনে ক'রনা, আমার শারীরিক কোন কষ্ট হয় নি।" ভ্রাতৃজায়ার সহিত বিজয়ার চুক্তির কথা মনোরমা কৃত্তিবাসকে বলিলেন।

আনন্দাপ্লুত মনে শয়নগৃহে আসিয়া কৃত্তিবাস বলিলেন—"মাসী! বিজয়া ছেড়ে গেছে বটে, কিন্তু তার মতনটী রেখে গেছে। মনোরমার কথাবার্ত্তা, চালচলন অবিকল বিজয়ার মত। দুটীর একই মন, একই প্রাণ।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

পর দিবস অতুলের কর্ণবেধ হইয়া গেল। গ্রামের ব্রাহ্মণগুলি, স্ত্রী ও পুরুষ, এবং অপর অনেক লোক খাওয়ান হইল। মনোরমা সমস্তদিন সযত্নে সকল কার্য্যের তত্বাবধান করিলেন। কৃত্তিবাস তাঁহার উপর সমগ্র ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কার্য্য বেশ শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল।

অপরাহ্নে মনোরমা, কৃত্তিবাসের স্ত্রী ও লক্ষী দক্ষিণ পাড়ার পুষ্করিণীতে গা ধুইতে গেলেন। সন্ধ্যা একটু ঘোর হইয়া আসিয়াছিল। বায়ু উচ্ছাসে বহিতেছিল; তীরস্থ বৃক্ষশ্রেণীর পত্ররাজিমধ্যে তাহার প্রবাহ-নিস্বন বড় গম্ভীর। আঁধার-মাখা ঢেউগুলি সরসীবক্ষে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিতেছিল এবং অধস্তন সোপানে ও কূলে প্রতিহত হইয়া মধুর ধ্বনি করিতেছিল। দুই তিন খণ্ড মেঘ মাঝে মাঝে আকাশ মার্গে ধাবিত হইতেছিল। বস্তুতঃ প্রকৃতির সে মূর্ত্তি বড় গাম্ভীর্যময়ী, মধুর অথচ ভীতিপ্রদ। তৎকালে ঘাটে অপর কোন স্ত্রীলোক ছিল না।

রমণীরা সত্বর গা ধুইয়া সর্ব্বোচ্চ সোপানে উঠিয়া গা মুছিতেছিলেন, এমন সময় কৃত্তিবাসের স্ত্রী সভয়ে মনোরমার গা টিপিয়া বলিলেন—"ঠাকুরঝি, ওই দেখ!"

প্রায় একশত হস্ত দূরে লতা-গুল্মবেষ্টিত কয়েকটী খর্জ্জুর বৃক্ষের এক পার্শ্বে একটী মনুষ্য মূর্ত্তি দণ্ডায়মান।

দৃষ্টিমাত্র মনোরমা চমকিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন,—"ও লক্ষ্মী! এ যে সেই মূর্ত্তি! বউ, কাল রাস্তার মধ্যে এই আকৃতি দেখেছিলাম! মানুষ কি প্রেত, ভগবান্ জানেন!" মূর্ত্তিটা মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইল।

লক্ষ্মী ভয়কম্পিত স্বরে বলিল,—"ওমা সেইটাই ত বটে। কি হবে দিদি! আবার এখানে কেন এল?"

কৃত্তি-স্ত্রী—"ঠাকুরঝি, আমার ভাই বড় ভয় কচ্চে; চল একটু তাড়াতাড়ি যাই। ভর সন্ধ্যা বেলা, ঘাটে জন মানুষ নেই। আর ভাই দেখ্‌তে না দেখ্‌তে মূর্ত্তিটা হাওয়ায় মিশিয়ে গেল! নিশ্চয় ওটা অপদেবতা।"

মনোরমার ইচ্ছা হইল, সেই বৃক্ষরাজি একবার দেখিয়া যান, কিন্তু সঙ্গিনীদ্বয় তাঁহার কৌতূহল পূর্ণ করিতে দিলেন না। তাঁহারা গৃহে ফিরিয়া কৃত্তিবাসকে সেই অদ্ভুত বৃত্তান্ত বলিলেন। কৃত্তিবাস ইংরাজী-শিক্ষিত যুবক, সুতরাং কুসংস্কার-বিহীন, অতএব প্রেতযোনির অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। তাই এই ঘটনার কিছুই অনৈসর্গিক দেখিলেন না; পরন্তু সুযোগ পাইয়া নিরীহ প্রকৃতির ব্রাহ্মণীর প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিলেন। সকলে কৌতূহলবশতঃ হাসিল। কৃত্তিবাসের স্ত্রী মৃদুস্বরে মনোরমাকে বলিলেন—"কি ব'লব ঠাকুরঝি, সে মূর্ত্তি দে'খলে কেমন না উনি আমার আঁচল ধ'রে বাড়ী আস্‌তেন দেখ্‌তে। ঘরে ব'সে বড়াই সবাই কর্‌তে পারে" ইত্যাদি।

রজনী এক প্রহরের পর, মনোরমা, মাসী, কৃত্তিবাসের স্ত্রী এবং লক্ষ্মী বারান্দায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন।

কৃত্তিবাস গৃহমধ্যে শয্যায় শয়ন করিয়া তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। পল্লীবাসী সুষুপ্ত। কৃত্তিবাস বলিলেন,—"আজ বিজয়া থা'কলে সমস্তই সে দে'খত শু'নত, আর কত আহ্লাদ ক'ত্ত। বিমল বেঁচে থাক্‌লে না জানি সেও কত আনন্দ ক'ত্ত! আহা কি লক্ষ্মী মেয়ে, দুঃখীর সন্তান,—মুখটী বুজে দুঃখেই জীবন কাটিয়ে গেছে!"

সকলে বিষণ্ণ হইলেন।

মনোরমা (সখেদে)—"আজ দেড় বৎসর হ'ল! দাদা, বিজয় বিমল কি ফির্‌বে? জন্মের মত তারা চলে গেছে!"

মনোরমার কথা শেষ হইতে না হইতে অদূরে যেন কাহার হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শ্রুত হইল। রমণীরা চমকিত হইয়া ক্ষীণ চন্দ্রালোকে পরস্পরের মুখাবলোকন করিলেন। এ দীর্ঘনিশ্বাস কাহার?

মনোরমা প্রশ্ন করিলেন—"বউ, এ কা'র নিশ্বাসের শব্দ?"

কৃত্তি-স্ত্রী—"তা কি জানি। আমাদের কারও ত নয়। বোধ হ'ল যেন পূবের ঘরের পাশে থেকে শব্দটা এসেচে।"

কৃত্তিবাস গোলযোগ শুনিয়া সত্বর বাহিরে আসিলেন। রমণীরা ইত্যবসরে অত্যন্ত ভীতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। কৃত্তিবাস তাঁহাদের মুখে সেই ভৌতিক ব্যাপার শ্রবণ করিয়া দ্রুতবেগে প্রাঙ্গনে নামিলেন। সকলে সমস্বরে তাঁহাকে একাকী যাইতে নিষেধ করিল, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। যে দিক হইতে শব্দ আসিয়াছিল, সেখানে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তিনি খিড়্‌কির দরজা খুলিয়া বাহির হইলেন।

অস্পষ্টালোকে কৃত্তিবাস দেখিতে পাইলেন, প্রায় শতহস্ত অগ্রে একটী মনুষ্যাকৃতি দ্রুতপদে চলিয়াছে। বৃক্ষরাজির ছায়ায় গা ঢাকিয়া তিনি নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিলেন। নিস্তব্ধ রজনীতে দুইটী মূর্ত্তি এইরূপে কিয়ৎকাল চলিতে লাগিল। সম্মুখে বড় রাস্তা এবং তাহার নিম্নে খোলা মাঠ। মূর্ত্তিটা রাস্তা অতিক্রম করিয়া মাঠে উপনীত হইল। কৃত্তিবাসও ত্বরিত গতিতে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন—"থাম! কে তুমি!"

মূর্ত্তিটা চমকিয়া দুই পদ পশ্চাতে হঠিয়া গেল। ক্ষীণ চন্দ্রকরে তাহাকে চিনিয়া কৃত্তিবাস বিস্ময়-জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"ঘ্যাঁ! একি! তুমি! তুমি ভবেশ! এখানে!"

ভবেশ—"হাঁ, আমিই ভবেশ। আমিই সেই ভবেশ। আমাকে চিন্তে পেরেচ? আমি অনেক গুলি খুন ক'রিচি! কিন্তু কৃত্তিবাস, কেন তুমি আমার পেছু নিয়েচ?"

কৃত্তিবাস মনে করিলেন, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন। একি অভাবনীয় ঘটনা! ভবেশ,—কয়েদী ভবেশ আজ পলাশপুরে, আর এই অবস্থায়! তিনি অবাক্ হইয়া ভবেশের ভীষণ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

ভবেশ বলিতে লাগিল—"বুঝেছি; তুমি জা'ন্‌তে চাও, কেন আমি এখানে এসিচি। তবে শোন। সকলেই বলে যে, বিজয় ও বিমল এ সংসারে নাই, তারা এ পাপিষ্ঠকে ছেড়ে গেছে। আমার হৃদয়ে সে ভয়ানক কথা স্থান পায়নি। আমি ভেবে দে'খলাম, তা' অসম্ভব। তারা আমার অপরাধ ক্ষমা করার পূর্ব্বে কখনও ছেড়ে যাবে না। তা হ'লে কি

আমার এত অত্যাচার নীরবে সহ্য করে? হয় তারা আমার মন পরীক্ষার জন্য গোপনে আছে, না হয় তোমরা তাদের কোথাও লুকিয়ে রেখেচ। তাই মনে করে, আজ তিন দিন এখানে এসিচি, আজ তিন দিন থেকে আমার বিজয় ও বিমলের সন্ধান ক'রচি। কিন্তু—" ভবেশ থামিল।

কৃত্তিবাস (উৎসুক ভাবে)—"কিন্তু কি?" ভবেশ হতাশের নিশ্বাস ফেলিয়া মৃত্তিকায় উপবেশন পূর্ব্বক বলিল—"কিন্তু তা'দের কোন সন্ধান পেলাম না! ঘাটে সন্ধান করিচি, যদি অপর মেয়েদের মধ্যে তাদের দে'খতে পাই। বিফল হওয়ায় তোমার ঘরের আশে পাশে ঘুরে বেড়িয়েচি; আশা—যদি তাদের আমার চক্ষের অন্তরালে রাখাই তোমাদের উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু খানিকটা আগে—"

কৃত্তিবাস ভবেশের সম্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিন্তু খানিকটা আগে কি?"

ভবেশ ভীষণ যন্ত্রণায় দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া উত্তর দিল—"কিন্তু খানিকটা আগে তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনে বু'ঝলাম, বিজয় ও বিমল সত্যসত্যই আমাকে ফাঁকি দিয়ে গেছে। সমস্ত সংসার খুঁজে বেড়ালেও এ জীবনে তাদের আর পাব না!"

কৃত্তিবাস হতাশে কাঁদিয়া ফেলিলেন। ভবেশ বলিতে লাগিল—"কৃত্তিবাস, আমি সব জানি। তোমরা এবং হরিচরণ ও তাহার স্ত্রী দেব-তুল্য। বিজয়াদের জন্য তোমরা যা' করেচ এবং এখনও তা'দের জন্য যে শোকাশ্রু ফেল, তা' আমার অবিদিত নাই। দেখ কৃত্তিবাস, আমি তোমাদের অশেষ দুঃখ যন্ত্রণার কারণ। এই আমি স্বেচ্ছায় উপস্থিত

আছি, আমার উপর প্রতিহিংসা লও। তোমাদের শাস্তি হইবে, এ নরককীটেরও উদ্ধার হইবে। ভাই, দাদা, আমার ভীষণ যন্ত্রণার অবসান কর। আমি সেই ভবেশ।” বলিতে বলিতে ভবেশ কৃত্তিবাসের পদযুগল ধারণ করিল।

কৃত্তিবাস ভবেশের হস্ত গ্রহণ-পূর্ব্বক কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—“ভবেশ, এত দিনে বু’ঝলাম, আমি মহাপাপী! তুমি আমার পরমাত্মীয়; তুমি বিজয়ার স্বামী, বিমলের পিতা। কিন্তু ভাই আমি চণ্ডালের ন্যায় তোমার উপর যে প্রতি-হিংসা লইয়াছি, তাহা শুনিলে তুমি আমার ছায়াও স্পর্শ করিবে না। ভাই, তোমার জেল হওয়ার একমাত্র কারণ আমি।” কৃত্তিবাস সে ঘটনা সংক্ষেপে ভবেশকে জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—“ভবেশ, এখন দেখিতেছি, হরিচরণ ও মনোরমাই তোমার এক মাত্র বন্ধু; আমি পরমাত্মীয় হইয়াও তোমার প্রতি ঘোর শত্রুতাচরণ করিয়াছি।”

ভবেশ বলিল—“কৃত্তিবাস, তুমিই আমার উদ্ধারের কারণ। কারাবাস না হইলে আমার ভীষণ পাপ-জাল এ জীবনে ছিন্ন হওয়ার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। আমি রাক্ষসী বিরাজের কুহকে দিন দিন পাপ-পঙ্কে হইয়া ঘোর নরকে ডুবিতেছিলাম। তুমি আমাকে রক্ষা করিয়াছ।”

কৃত্তিবাস (ভবেশকে ধরিয়া)—“ভাই উঠ, আমার গৃহে চল।”

ভবেশ (ভীতি-বিস্ফারিত নয়নে)—“হা! তোমার গৃহে! যেখানে বিজয় ও বিমল ইহলীলা সম্বরণ ক’রেছে! যেখানে আমার পাপাচারের চূড়ান্ত ফল ফলেচে! যাও ভাই, ঘরে যাও! সুখে সংসার কর। ভবেশের নাম এ জীবনের মত

বিস্মৃত হও। জন-সমাজে কি আর আমার স্থান আছে? (শ্মশান উদ্দেশ্ করিয়া) আমার স্থান আপাততঃ ওইখানে। ওখানে বিজয় ও বিমল শায়িত আছে।"

ভবেশ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া কি ভাবিয়া ফিরিল। কৃত্তিবাস নিশ্চল, নির্ব্বাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন। ভবেশ বলিল—"কৃত্তিবাস, আমার একটী অনুরোধ রা'খতে হ'বে।"

কৃত্তিবাস—"কি অনুরোধ ভাই?"

ভবেশ—"আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার কথা কা'রও নিকট প্রকাশ ক'রবে না। আমার সঙ্গে যে তোমার দেখা হ'য়েচে, তা' কা'কেও ব'লবে না।" কৃত্তিবাস অঙ্গীকার করিলেন।

"সুখে থাক। আমি মৃত্যুর সাধনা, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিলাম—" ভবেশ দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইল।

কৃত্তিবাস স্তম্ভিত হইয়া গৃহে ফিরিলেন। রমণীরা তাঁহার ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া উৎকণ্ঠিতা হইতেছিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি কোথায় গিয়াছিলেন, কি দেখিলেন, এত দেরি হইল কেন, প্রভৃতি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলেন; কিন্তু সে রজনীর বিস্ময়কর ঘটনা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেন নাই।

পরদিবস হরিচরণ মনোরমাকে লইতে আসিলেন। কৃত্তিবাস গোপনে তাঁহাকে ভবেশের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। হরিচরণ বলিলেন,—"তাহার খালাস হওয়ার সময় আসিয়াছে। আমি কলিকাতায় গিয়া তাহার সন্ধান লইব।" কৃত্তিবাস পরম সমাদরে মনোরমাকে স্বামীগৃহে পাঠাইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়া ভবেশ মুক্ত হইল। মুক্ত হইয়া সে যে কোথায় গেল, কেহ জানিল না। কারামুক্তির সময় তাহার আকৃতি দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। শরীর শীর্ণ, চক্ষু কোটরগত, বর্ণ মলিন, পরিধানে জীর্ণবসন, বদনে অন্তরের ভীষণ যন্ত্রণাদাহের চিহ্ণ গাঢ় অঙ্কিত। জেলের ডাক্তার ভবেশের স্বাস্থ্যভঙ্গের লক্ষণ দেখিয়া লঘু পরিশ্রম ও ভাল আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু কোন ফল হয় নাই। ভবেশ উত্তরোত্তর শীর্ণ হইতেছিল দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, আভ্যন্তরিক কোন এক উৎকট পীড়া অভাগার জীবনীশক্তি দিন দিন ক্ষয় করিতেছে। পাঠক শুনিয়াছেন সে পীড়া,—দুশ্চিকিৎস্য যক্ষ্মা।

হরিচরণ ভবেশের অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন সংবাদ পাইলেন না। তাহার শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা তিনি বিশেষরূপেই জানিতেন। জেলের লোকদিগের নিকট এইমাত্র শুনিতে পাইলেন যে, ভবেশ এ পর্য্যন্ত একখানি পত্র অতি যত্নে রক্ষা করিয়াছিল; যাইবার সময় সেই পত্রখানি লইয়া প্রস্থান করিয়াছে, আর কোন দ্রব্য চাহিয়াও দেখে নাই। শুনিয়া হরিচরণ বড় ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল, পাছে জীবনভার দুঃসহবোধে অভাগা আত্মহত্যা করে।

এই সময় একদা হরিচরণের গৃহে হরিচরণের মাতা, মনোরমা, কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী এবং সমবেতা আরও দুই তিনটী রমণীর মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতেছিল।

কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী—"তাইত দিদি, কাণ্ডটা শুনে যে একবারে অবাক্ হয়েচি! তুমি শোননি?"

হরিচরণের মাতা—"কৈ, না! কি হয়েচে গা?"

কৃষ্ণ-স্ত্রী—"ব'লবই বা কি, ব'লবার মত নয়। না ব'লেও আবার থা'কতে পারি না। হ্যাঁ গা বিপিনের মাসী, তুমি শু'নেচ কি? এই যে কাল শেষরাত্রের সময় শিবে গয়লা ভয় পেয়েছিল?"

বিপিনের মাসী উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ ভাই, শু'নলাম ত। মনে ক'ল্লে গা শিউরে ওঠে। কি জানি বাপু, এসব উপদ্রব ত এতদিন ছিল না। শুনে অবধি বড় ভয় হ'য়েচে। সন্ধ্যার পর আর ও অঞ্চলে চলা ফেরা করা দায় হবে।"

হরিচরণের মাতা (সবিস্ময়ে)—"হ্যাঁ গা তোমরা কি ব'লচ? হ'য়েচে কি?"

মনোরমা অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে বসিয়া কথোপকথন শুনিতেছিলেন। তাঁহার বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

কৃষ্ণ-স্ত্রী—"তবে শোন। নদীর ওপারে * * গ্রামে শিবে গয়লার একঘর কুটুম্ব আছে। সেখানে কি একটা কাজ উপলক্ষে (শ্রাদ্ধ বুঝি) শিবের নিমন্ত্রণ হয়। কুটুম্বিতা শেষ ক'রে শিবে কাল দু'পররাত্রের পর বাড়ী আস্‌ছিল। তখন ঘোর অন্ধকার, এমন কি পাঁচ হাত তফাতের জিনিষ দেখা যায় না। নদীতে হাঁটু জল, লোকজন হেঁটেই নদী পার

হয়। নদীর মাঝামাঝি এসে শিবে একটা ছপ্ ছপ্ শব্দ শু'নতে পেল,—যেন একজন লোক পার হচ্ছে। কিন্তু কয়েকবার ডাক হাঁক ক'রে কোন উত্তর পেলনা, আর সে শব্দও শোনা গেল না। নদী পার হ'য়ে জুলি রাস্তা, তার দুধারে বন জঙ্গল। খানিকদূর এসে শিবের বোধ হল, যেন পেছনে একজন মানুষ আস্‌চে। সে থামল, পেছনে পায়ের শব্দও থা'মল। তারপর রায়েদের আমবাগানের ভেতর দিয়ে যখন আসে, তখন একটা খুব ঠাণ্ডা হাওয়া উ'ঠল। শিবের মনে এবার বড় ভয় হওয়ায়, সে খুব জোরে চ'লতে লা'গল। খানিকক্ষণ পরে তা'র বোধ হ'ল, যেন পাশাপাশি আট-দশ হাত তফাতে গাছের মধ্যে একটা মানুষের ছায়া চ'লেচে। বাগান পার হ'য়েই ফর্দ্দা রাস্তা; রাস্তার মোড়ে তোমাদের পাড়া। সেই সময় চাঁদ উঠছিল। চাঁদের সামান্য আলোতে শিবে দেখ্‌তে পেলে, তা'র সমুখে দশ পনর হাত আগে কি একটা ভয়ানক আকৃতি চলে যাচ্চে। (রাম, রাম)। অপদেবতাটা সাত আট হাত উঁচু; মাথায় ঝাঁকড়া চুল ও জটা; হাতে একটা ত্রিশূল। আর কেউ হ'লে তাই দেখেই মূর্চ্ছা যেত; কিন্তু শিবে ভারি সাহসী, সে নির্ভয়ে নিঃশব্দে সেই আকৃতিটার পেছু পেছু চল্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অপদেবতাটা ভবদিদির বাড়ীর কাছে এসে কোথায় যেন মিশিয়ে গেল। তার পর শিবে ভয়ে ভয়ে যেমন ভবদিদির বাড়ীর পূবের রাস্তায় এসেচে, অমনি বাড়ীর ভেতর থেকে একটা ভয়ানক চীৎকার শব্দ শুন্‌তে পেল। তাই না শুনে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীতে ছুটে এসে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ল।"

শুনিয়া হরিচরণের মাতা প্রগাঢ় বিস্ময় প্রকাশ করিলেন; মনোরমা শিহরিয়া উঠিলেন। প্রথমা বলিলেন—"তোমরা যাই বল, আমার ত সব বিশ্বাস হয় না। হাজার হ'ক, ছোট লোক, ভয় পেয়ে কি দেখ্‌তে কি দেখেচে।"

কৃত্তি-স্ত্রী—"আচ্ছা দিদি, তোমার কথাই না হয় মা'নলাম। কিন্তু আমি জানি, কেউ কেউ রাত্রে ভবেশের বাড়ীতে কান্নার শব্দ শু'নতে পেয়েচে। এই মনে কর, বিনোদ চাটুর্য্যে আর নবীন রায়; এঁদের কথা ত অবিশ্বাস করা যায় না। আর ভাই ব'লতে নেই (গম্ভীর বদনে), যে বাড়ীর সবগুলি এক বৎসরের মধ্যে টপ্ টপ্ করে মারা গেল, সেখানে ভূতের লীলা হবে আশ্চর্য্য কি! ভবেশ থা'কতেও ত ভবদিদির সদ্গতি করা হয়নি। বউমাটীও, শুনতে পাই, শেষকালে বড় যন্ত্রণা পেয়ে ম'রেচেন। আমি বলি কি, ভবেশ গয়ায় ওঁদের পিণ্ডি দিয়ে সদ্গতি কল্লে এ-সব উপদ্রব নিবৃত্তি হবে। কিন্তু তা'র ত কোন উদ্দেশই পাওয়া যাচ্চে না।"

মনোরমা উঠিয়া গেলেন। কথোপকথনের শেষাংশ নানা কারণে তাঁহার নিকট ক্লেশদায়ক হইয়াছিল। বর্ণিত ঘটনা সত্য হইলেও বড় দুঃখের কারণ, না হইলেও তাহা বড় শোকের স্মৃতি জাগাইয়া দিয়াছিল। তিনি নিভৃত কক্ষে যাইয়া চিন্তামগ্ন হইলেন।

এক সপ্তাহ পরে হরিচরণ বাটী আসিয়া এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা শ্রবণ করিলেন। ভবেশের গৃহ এতাবৎকাল জনশূন্য ও অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়াছিল। বাহিরের দরজা তালাবদ্ধ।

কেহ সে বিষাদস্মৃতিপূর্ণ অমঙ্গলময় গৃহের দিকে চাহিত না। জনপ্রবাদ উঠিল যে, সেই গৃহ ভূতযোনির আবাস হইয়াছে। গভীর নিশীথে নাকি তথায় কেহ কেহ অস্ফুট লোমহর্ষণ আর্ত্তস্বর শুনিতে পাইয়াছিল। কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছিল যে, রজনীর শেষযামে তাহারা এক ভীষণাকার মূর্ত্তিকে গৃহে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে দেখিয়াছে। কিন্তু দিবাভাগে দুই চারিজন একত্র প্রবেশ করিয়া কোথাও কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। এই সকল ঘটনায় পল্লী-বাসীদের মনে ভীতি-সঞ্চার হইয়াছিল। ভবেশ-পরিবারের শোচনীয় মৃত্যু-কাহিনী উল্লেখ করিয়া সকলে বলাবলি করিত যে, ও বাড়ীতে প্রেতের আবাস হওয়া বিচিত্র নহে। হরিচরণ শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। মনোরমাকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বিষাদভরে বলিলেন—"সকলেই ওই কথা বলে, আমার কিন্তু মনে বিশ্বাস হয় না।" হরিচরণ ঔৎসুক্যের সহিত দুই চারি জন বিজ্ঞ প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই বলিল, জনপ্রবাদ অমূলক নহে। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

অপরাহ্ণে হরিচরণ কালাচাঁদ নামক তাঁহার একজন অনুগত সাহসী প্রজাকে ডাকিয়া আনিয়া গোপনে কি বলিলেন। কালাচাঁদ প্রভুর প্রস্তাব শুনিয়া প্রথমে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল,—হরিচরণ দেখিলেন যে, সে প্রকৃতই ভীত হইয়াছে। অনেক বুঝাইয়া এবং সাহস দিয়া হরিচরণ অবশেষে তাহাকে সম্মত করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বিপ্রহর রজনীতে দুইটী লোক ধীরে ধীরে অতি সাবধানে ভবেশের গৃহের পশ্চিম-প্রান্তবর্ত্তী প্রাচীরের অন্ধকার ছায়ায় লুক্কায়িত হইল। উভয়েরই হস্তে লাঠি। একজনের নিকট একটী প্রজ্বলিত লণ্ঠন,—আবরণ-আচ্ছাদিত ও প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত। ইচ্ছামত আবরণ উন্মোচন করিলেই আলোক হইত। অগ্রবর্ত্তী লোকটী হরিচরণ, অপর ব্যক্তি কালাচাঁদ।

সমগ্রপল্লী সুষুপ্ত। কেবল ঝিল্লি ইতস্ততঃ সুর ধরিয়া আছে। মাঝে মাঝে পেচকের ভীতিজনক শব্দ শুনা যাইতেছে। কিছু পূর্ব্বে শৃগালেরা প্রহর ঘোষণা করিয়া থামিয়াছে। চতুর্থীর চন্দ্র হিমানী-আচ্ছাদিত ধরণীতে নিষ্প্রভ কিরণ বিকীরণ করিতেছে। তরুপত্রে পবনের সড়্ সড়্ শব্দে, নিশাচর পশুর ধাবন-জনিত ঝোপের আলোড়নে, বা শুষ্কপত্রোপরি মূষিকের বিচরণে কালাচাঁদ সভয়ে চমকিয়া উঠিতে লাগিল। প্রতিশব্দে তাহার বোধ হইতে লাগিল, যেন বিকটমূর্ত্তি তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে। থাকিয়া থাকিয়া ভ্রাম্যমান মেঘগুলির কৃষ্ণছায়া ধরণীকে ক্ষণিক অন্ধকারে আবৃত করিতেছিল। কালাচাঁদ ভয়ে হরিচরণকে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। হরিচরণ শান্ত গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি প্রশান্ত নিশীথিনীর সেই গম্ভীর মাধুর্য্য দেখিতে দেখিতে একটু অন্যমনা হইলেন।

অর্দ্ধঘটিকা গতে কালাচাঁদ অকস্মাৎ দেখিল, গৃহপ্রাঙ্গনে এক ভীষণদর্শন মূর্ত্তি! ভয়ে তাহার দেহ কণ্টকিত ও হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া উঠিল এবং ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল। কালাচাঁদের ইঙ্গিতে হরিচরণের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল, কিন্তু তিনি সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না; তাহা মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছিল। হরিচরণ মনে করিলেন, ভীত কালাচাঁদ কল্পনার চক্ষে বিভীষিকা দেখিয়া থাকিবে। কালাচাঁদ কম্পিতদেহে তাঁহার কাণে কাণে বলিল, সে প্রকৃতই এক ভয়ানক পৈশাচিক মূর্ত্তি দেখিয়াছে। উভয়ে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন।

আরও অর্দ্ধঘটিকা গেল। চন্দ্র অল্পে অল্পে ডুবিতেছিল। কালাচাঁদ উত্তরোত্তর অধিকতর ভীত হইতে লাগিল। সে দ্বিতীয়বার হরিচরণকে বলিল, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভবেশের গৃহে প্রেতের আবাস, এবং সে স্বচক্ষে আজ তাহা দেখিয়াছে; সুতরাং সে প্রভুকে নিবৃত্ত হইতে বলিল। তিনি শুনিলেন না।

অল্পক্ষণপরে হরিচরণ সচকিতে এক অস্ফুট আর্ত্তস্বর শুনিতে পাইলেন। কালাচাঁদের হৃৎপিণ্ড দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। হরিচরণ আবার শুনিলেন, গৃহাভ্যন্তর হইতে যেন কাহার গভীর যন্ত্রণাব্যঞ্জক দীর্ঘ নিশ্বাসের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল,—সঙ্গে সঙ্গে এক অস্ফুট ধ্বনি শুনিলেন 'ওঃ'! সেই গভীর নিশীথে, সেই পরিত্যক্ত জনশূন্যগৃহে, সে অপার্থিব শব্দ কি ভয়ঙ্কর! হরিচরণের বিস্ময় ও কৌতূহল সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইল; যেহেতু সেই

লোমহর্ষণ আর্ত্তস্বর ইতিপূর্ব্বে একবার তিনি শুনিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে সেই কারণ নির্দ্দেশ করিবার অভিপ্রায়ে, তিনি সাহসে ভর করিয়া দরজা ঠেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। কালাচাঁদ প্রাচীর-সান্নিধ্যে আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

প্রাঙ্গন গাঢ় তৃণাবৃত। এক অংশে একটী মাচা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে; অপর অংশে একটী চালা ঘর। উত্তর-পূর্ব্ব কোণের একটী পেয়ারা বৃক্ষের শাখায় কয়েকটা বাদুড় ঝুলিতেছিল। লণ্ঠনের আলোকে জাগ্রত ও ভীত হইয়া তাহারা ঝট্‌পট্ শব্দে উড়িয়া পলাইল। চালাঘরের কানাচ হইতে একদল চর্ম্মচটিকা উড়িয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্ধকারে মিশিয়া গেল। হরিচরণের পদশব্দে একটা বন্য-বিড়াল সুপ্তোত্থিত হইয়া এক লম্ফে মাচার নিম্নদেশ হইতে প্রাচীরের উপরে গিয়া দাঁড়াইল, এবং তথা হইতে দ্বিতীয় লম্ফে বনমধ্যে অদৃশ্য হইল। এই অতর্কিত ঘটনায় কালাচাঁদ এককালে বিহ্বল হইয়া পড়িল।

ভবেশ যে ঘরে শয়ন করিত, লণ্ঠনহস্তে হরিচরণ একবারে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সংশয় অনেকটা প্রশমিত হইল। তিনি দেখিলেন, ঘরের মেঝের উপর এক ব্যক্তি পড়িয়া আছে। তাহার মুখ মৃত্তিকা-সংলগ্ন এবং হস্তদ্বারা আবরিত। নিকটে গিয়া আলোক-সাহায্যে চিনিলেন, সে ভবেশ।

হরিচরণ ভবেশের গায় হাত দিয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিলেন—"ভবেশ!"

ভবেশের যেন ঘোর ভাঙ্গিল। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল, এবং এক-দৃষ্টিতে হরিচরণের দিকে চাহিয়া বলিল—"কে তুমি ?"

হরিচরণ বলিলেন—"ভবেশ, ভাই আমাকে চিন্তে পাচ্চ না ? আমি হরি। তুমি এখানে এরূপ ভাবে কেন ?"

ভবেশ কাতরকণ্ঠে বলিল—"হরি, ভাই এই আমার প্রায়শ্চিত্ত। ওঃ, কি যন্ত্রণা !"

হরিচরণের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, শরীর শিহরিয়া উঠিল। সে অনুতপ্ত প্রাণের গভীর প্রায়শ্চিত্ত কি, তিনি বুঝিলেন। তিনি মনের আবেগে কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিলেন।

ভবেশ মৃত্তিকায় মুখ লুকাইয়াছিল, উঠিয়া বসিল; হরিচরণের কাছে আসিয়া ক্ষীণহস্তে তাঁহার হস্তধারণ করিল, এবং তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া, দন্তে দন্ত চাপিয়া বলিল—"হরি, মহাপাপ! নরক! ভীষণ যাতনা! প্রায়শ্চিত্ত কি !"

হরিচরণ কাঁদিলেন; বলিলেন "ভয় কি ভাই! অনুতাপই প্রায়শ্চিত্ত। তুমি যথেষ্ট অনুতাপ করিয়াছ, তোমার পাপ শেষ হইয়াছে। ভগবান নিশ্চয় তোমার প্রতি সদয় হইয়াছেন।"

ভবেশ হা হা করিয়া হাসিল। পুনরায় গম্ভীরস্বরে বলিল—"ভাই হরি, আমার শেষকাল উপস্থিত। সত্য বল, আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে ?"

হরিচরণ বিবিধ বিধানে ভবেশকে বুঝাইলেন যে, সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। জগদীশ্বরের অপার কৃপা, অনুতপ্ত জীবকে তিনি সর্ব্বদাই চরণে স্থান দেন। তাঁহার কৃপায় কত গুরু অপরাধীর উদ্ধার হইয়াছে। পুরাবৃত্ত ও

আধুনিক ইতিহাসে তাহার শত শত জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এমন অনেক মহাপাপী ভগবৎ-কৃপায় তরিয়া গিয়াছে, যাহাদের পাপাচারের সহিত তুলনায় ভবেশের পাপাচার অতীব লঘু বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইত্যাদি।

ভবেশ মনঃসংযোগের সহিত বন্ধুর সান্ত্বনা-বাক্য শ্রবণ করিতেছিল। হরিচরণের কথা শেষ হইলে, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক সন্দেহসূচক শিরঃকম্পন করিয়া বলিল—"আমার পাপ ভেবে দেখেচ কি ভাই! মাতৃহত্যা, স্ত্রীহত্যা, পুত্র-কন্যা হত্যা! এ পাপের চাইতেও গুরুতর পাপ আছে? না না, শু'নতে চাইনা হরি! বৃথা প্রবোধ দিওনা!"

হরিচরণ বলিলেন—"ভবেশ, ভ্রমবশে তুমি তোমার পাপ অতিরঞ্জিত করিতেছ। ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার পরিবারেরা সকলেই স্বাভাবিক কারণে মরিয়াছে, কেহই অন্নাভাবে মরে নাই। তবে তুমি তোমার কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ ছিলে, তাহাদিগকে অবহেলা করিয়াছিলে, তোমার ব্যবহারে তাহারা মানসিক ক্লেশ পাইয়াছে, ইহাই তোমার পাপ। সে পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে। স্থির হও।"

ভবেশ পুনরায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"ভাই, প্রায়শ্চিত্ত সফল হ'লে মানুষ যন্ত্রণাভোগ হ'তে নিস্তার পায়; কিন্তু আমার শান্তি কৈ! তুষানলের ন্যায় নরকাগ্নি আমার হৃদয় দগ্ধ ক'চ্চে। ভাই, এখন মৃত্যু হ'লেই আমার প্রায়শ্চিত্ত সাধন হয়, সকল যন্ত্রণা দূর হয়!"

হরিচরণ হতবুদ্ধি হইলেন। তিনি আর কি প্রবোধ দিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

ভবেশ বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সে আর বসিতে পারিল না, সেইখানেই শয়ন করিল। হরিচরণকে নিকটে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া ভবেশ পুনরায় ক্ষীণস্বরে বলিল—"ভাই, এ সংসারে পুণ্যের সুখ, পাপের দুঃখ অনিবার্য্য। তুমি সাধু, পুণ্যবান্। যখন পাপে মজিতে আরম্ভ করিলাম, তখন যদি তোমার উপদেশ বাক্য শুনিয়া ফিরিতাম, তাহা হইলে আজ কেমন সুখের সংসার পাতাইতে পারিতাম;—তাহা হইলে আমার বিজয়, বিমল, খোকা এবং মাকে এমন করিয়া হারাইতাম না। হরি, আমি আমার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি!! ভাই, তুমি যথাসাধ্য আমাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছিলে। তুমি দেবতুল্য, ভগবান্ তোমাকে সুখী করুন। মনোরমা লক্ষ্মীস্বরূপিণী। তোমরা দু'জনে দীর্ঘজীবী হও।"

এতগুলি কথা একবারে বলিয়া ভবেশ নির্জীব হইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর ক্ষীণস্বরে বলিল—"ভাই, মার শেষকালে আমার কর্ত্তব্য তুমি পালন করেচ; তোমার কৃপায় মার পারলৌকিক কাজ সাধন হ'য়েছে। তোমার পুণ্যদেহের আলিঙ্গনে আমার পাপ কিয়দংশে ক্ষালন কর।" হরিচরণ কাঁদিতে কাঁদিতে ভবেশকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

ভবেশ—"হরি, আমার বিজয়ের শেষ মুহূর্ত্তে তুমি উপস্থিত ছিলে। যা' যা' হ'য়েছে, আমাকে বল।"

হরিচরণ—"ভাই, তিনি পরম সাধ্বী। নিশ্চয় জেন, তাঁ'রই পুণ্যে তোমার উদ্ধার হ'বে। বউ শেষ পর্য্যন্ত ব্যগ্রভাবে তোমার কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা ক'রেচেন, এবং তোমাকে দে'খবার জন্য বড় ব্যস্ত হ'য়েছিলেন।"

ভবেশ—"বিজয় এত দুঃখ পেয়েও আমার উপর রাগ করে নি?"

হরিচরণ—"হায়, ভবেশ! তিনি দেবী, স্বামীগতপ্রাণা! তাঁর আবার রাগ! তবে শোন, তাঁর শেষ কথাগুলি এই—'তাঁকে বুঝিয়ে ব'লো, এত যন্ত্রণার পর মরণই আমার শান্তি। তবে মৃত্যুকালে তাঁর মুখখানি দেখে ম'রতে পেলাম না, এই আমার একমাত্র দুঃখ। বুঝি যত দিন তাঁর ক্ষমা না পাব, তত দিন স্বর্গে আমার আত্মার স্থান হবে না। স্বামী দেবতা, ঈশ্বর তুল্য।' তাঁর পদধূলি মাথায় নিয়ে আমরা পবিত্র হ'য়েছি।"

ভবেশ দুইহস্তে নয়ন আবৃত করিয়া স্তম্ভিতভাবে শুনিতেছিল। তাহার শরীর স্পন্দিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটী হৃদয়ভেদী নিশ্বাস ফেলিয়া সে ডাকিল "হরি"।

হরিচরণ বলিলেন—"দাদা, এই যে আমি তোমার কাছেই বসে আছি।"

ভবেশ বলিল—"ভাই, আর খানিকটা ব'স। যতক্ষণ শক্তি আছে, আমার পাপের কথা বলি। তোমাকে মন খুলে সব ব'ল্লে, বোধ হয়, শেষ মুহূর্ত্তে শান্তি পাব।" হরিচরণ কাঁদিতেছিলেন।

ভবেশ বলিতে লাগিল—"ভাই, মনে পড়ে কি, একদিন এইখানে আমি পদাঘাতে দেবচরিত্রা সতী বিজয়াকে ধরাশায়িনী ক'রেছিলাম? কি অপরাধে? বিজয়া বিমলের বিবাহের কথা তুলেছিল ব'লে! ওঃ, কি মহাপাপ! সেই

দিন, সেই পাপে আমি অভিশপ্ত হ'য়ে নরকে ডু'বলাম! সেই পাপে আমার এই দশা!" বলিতে বলিতে ভবেশ অমানুষী তেজে উঠিয়া বসিল। তাহার চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। ভবেশ উত্তেজনার সহিত বলিল—"হরি, সেই প্রভাতের দৃশ্য তোমার মনে পড়ে? ওইখানে (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) মা হতাশভাবে কাঁদছিলেন, তুমি এইদিকে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আমার নিষ্ঠুরতার শোচনীয় ফল দেখে চোখের জলে ভাসছিলে; আর,—ওঃ, এইখানে নিরপরাধা বিজয়া আমার পদাঘাতে মর্ম্মপীড়িতা হ'য়ে পড়েছিল। সে দৃশ্য আমি স্পষ্ট চোখের সামনে দেখচি! আমি রাক্ষস, পিশাচ, নারকী!!!"

হতভাগ্য বক্ষে করাঘাত করিয়া অচৈতন্য হইল। এ দিকে রজনী প্রভাত হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

হরিচরণ ভবেশকে নিজগৃহে আনিলেন এবং কিছুদিনের ছুটী লইয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। রুগ্নশয্যাশায়ী ভবেশের সেবায় প্রেমময়ী মনোরমা স্বামীর বিশেষ আনুকূল্য করিলেন। ভবেশ তাঁহার বিজয়া দিদির স্বামী, বিমলের পিতা।—ভবেশ আর সে পাষণ্ড অত্যাচারী ভবেশ নহে। বলা বাহুল্য, মনোরমার যত্নের অণুমাত্রও ত্রুটি হইল না। হরিচরণের মাতা মাতৃস্থানীয়া হইয়া ভবেশের শুশ্রূষা করিলেন।

কিন্তু ভবেশের শেষ কাল উপস্থিত। চিকিৎসক দুই দিন দেখিয়া বলিলেন 'চিকিৎসা করা বৃথা, বাঁচিবার কোন আশা নাই।' ভবেশ শুনিয়া ঈষৎ হাসিল। হরিচরণ, মাতা ও মনোরমা কাঁদিতে লাগিলেন। ভবেশ হরিচরণকে ডাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"ভাই, এতদিনে আমার যন্ত্রণার শেষ হ'তে চ'লল, এজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দি। মৃত্যুই আমার একমাত্র শান্তি, সুতরাং কাঁ'দবার কোন কারণ নাই। তুমি জ্যেঠাইমা ও বৌমাকে প্রবোধ দাও। ভাই, আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা দীর্ঘজীবী হ'য়ে সংসারে আমার ন্যায় কুপথগামী লোকদের কল্যাণ সাধনে ব্রতী থাক।"

মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত ভবেশের পরিস্ফুট জ্ঞান ছিল। সে বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা এক খানি পত্র হরিচরণকে দিয়া বলিল—"ভাই, এইটী তুমি যত্ন ক'রে রেখ', আর অবসর মত প'ড়ে দেখ'।"

ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভবেশের মৃত্যু হইল। বিহিত বিধানে তাহার সৎকারপূর্ব্বক গৃহে আসিয়া হরিচরণ ভবেশ-দত্ত পত্রিকা খানি পাঠ করিলেন। তাহা **বিজয়ার পত্র।** মনোরমা পড়িয়া অধীরভাবে রোদন করিলেন।

উপসংহার।

হরেন্দ্রের বিষয় সম্পত্তি সমস্তই দেনায় বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। সে বাগান বাগিচা এক্ষণে পর হস্তগত। বাড়ী খানি ঋণ-দায়ে আবদ্ধ ছিল। দাস দাসী আত্মীয় স্বজন একে একে প্রায় সকলেই তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। হতভাগ্য সমৃদ্ধির অবস্থায় স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, তাহার ঈদৃশ ভীষণ দশা-বিপর্য্যয় ঘটিবে! পাপিষ্ঠের কল্পনায় কদাপি এ চিন্তা উদিত হয় নাই যে, তাহার বিষয় সম্পত্তি ঝটিকায় তুলারাশির ন্যায় এত শীঘ্র বিধ্বস্ত হইবে। সংসারে তাহার বন্ধু কেহ নাই। স্ত্রী তাহারই পাপাচারে আত্মহত্যা করিয়াছে, আত্মীয়গণ তাহার দৈন্য দশা দেখিয়া ত্যাগ করিয়াছে, পাপসঙ্গীগণ হরেন্দ্র হইতে অতঃপর অর্থাগম বা আমোদ উপভোগের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, একে একে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে। কি পরিণাম! সংসারে হরেন্দ্র একাকী, অসহায়, নির্ধন! কিছুদিন পূর্ব্বে যাহার হাসিতে সহস্র জন হাসিত, যাহার কণামাত্র অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষায় কত লোক অহোরাত্র করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকিত, আজ সে পরিত্যক্ত, পরিজন-বিরহিত, উত্তমর্ণের অনুগ্রহ-ভিখারী! পাপের এ পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। ধনী হরেন্দ্র দুশ্চরিত্র হইলেও ধনগৌরবে মনুষ্যসমাজে আদৃত ছিল, এক্ষণে নিঃস্ব হইয়া মানসম্ভ্রম এককালে হারাইল। হতভাগ্য মনুষ্যত্বহীন,

সহায়হীন, সম্পত্তিহীন হইয়া পশুবৎ অসহায় ভাবে জীবন-যাপন করিতেছিল। সে কাহারও সহিত বড় একটা কথা-বার্ত্তা কহিত না, এবং বুদ্ধি-বিপর্য্যয় হেতু তাহার ভীষণ অধঃপতন সম্যক অনুভব করিতে সক্ষম হইত না। হরনাথ রায়ের আমলের একজন পুরাতন ভৃত্য, এহেন দুঃসময়ে তাহার একমাত্র দশাভাগী হইয়াছিল। এই প্রভুভক্ত ভৃত্য হরেন্দ্রের কুৎসিত গালি এবং দুর্ব্ব্যবহার নীরবে সহ্য করিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল। বেতন ত দূরের কথা, কালক্রমে তাহার দু'বেলার অন্নসংস্থান হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল; তথাপি প্রভুপুত্রকে নিঃসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া যাইতে তাহার মন সরে নাই।

হরেন্দ্রের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি, সাচ্ছন্দ্য ও সম্মান, এবং বর্ত্তমান জীবনের দৈন্তদশা, অভাব ও হীনতা, এই দুইয়ের ভেদজ্ঞান তাহার পক্ষে কি ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। সুরার সাহায্যে হরেন্দ্র অনেক পরিমাণে এই স্মৃতির তাড়না এড়াইয়াছিল। কিন্তু এই সুরার জন্য সে তাহার শেষ বন্ধু হারাইল। একদা হরেন্দ্র ভৃত্যকে হুকুম করিল, "শিগ্‌গির এক বোতল মদ নিয়ে আয়।" ভৃত্য বলিল "টাকা নাই।" হরেন্দ্র (ক্রুদ্ধভাবে)—"টাকা নাই, ত এতদিন চল্‌লো কেমন ক'রে? যেখান থেকে পা'স্ টাকা আন্, মদ কিনে নিয়ে আয়।" ভৃত্য—"বাবু, কি কষ্টে যে দিন যাচ্চে, তা'ত দেখ্‌চেন না। আর দশ পনর দিন পরে পেট চলা দায় হবে। সমস্তই বিকিয়ে আছে! এখন মদের খরচটা কমিয়ে দিলেও দিনকতক চলে!"

হরেন্দ্র সক্রোধে ভৃত্যকে পাদুকা দ্বারা আঘাত করিয়া বলিল "পাজি, চোর, তোরাই আমার যথাসর্ব্বস্ব লুঠে খেইচিস্। এখন ছোট মুখে বড় কথা! বেরো শালা, আমার বাড়ী থেকে।" ভৃত্য কাঁদিতে কাঁদিতে বস্ত্রাদি লইয়া হরেন্দ্রের গৃহ ত্যাগ করিল।

ইহার পর কিছুদিন গেল। পাড়ার একটী প্রাচীনা সদ্‌গোপ-রমণী কৃপাপরবশ হইয়া হরেন্দ্রের গৃহকর্ম্ম করিয়া দিত। একদা হরেন্দ্রের খুব জ্বর হইল। তিনদিন জ্বরের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। চতুর্থ দিবস প্রভাতে হরেন্দ্র রুগ্নশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিয়াছে, এমন সময়ে উত্তমর্ণেরা আদালতের লোক সমভি-ব্যাহারে আসিয়া তাহার গৃহ ক্রোক করিল। হরেন্দ্র মলিন বসনে, রুক্ষকেশে, দুর্ব্বলদেহে পৈতৃক অট্টালিকা হইতে তাড়িত হইল। হতভাগ্য এক্ষণে পথের ভিখারী!

টলিতে টলিতে হরেন্দ্র সহরের রাস্তায় ফিরিতে লাগিল। হতভাগ্য দিবাভাগে এখানে সেখানে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত, এবং বৃক্ষতলে রজনী অতিবাহিত করিত। একদিন প্রভাতে সে অতি পরিশ্রান্ত হইয়া, রাস্তার ধারে একটা বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া আছে, এমন সময়ে দেখিতে পাইল, সম্মুখের দ্বিতল গৃহের বারান্দা হইতে একটী অলঙ্কার-ভূষিতা রূপবতী রমণী তাহাকে একদৃষ্টিতে দেখিতেছে। হরেন্দ্রের মনে হইল, রমণী তাহার পরিচিতা; কিন্তু সে যে কে এবং কি সূত্রে তাহার নিকট পরিচিতা, তাহার অবধারণা করিতে সক্ষম হইল না। রমণীর মুখে বিস্ময় ও কৌতূহল দেখিয়া

হরেন্দ্র বুঝিল যে, সে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে। এ স্ত্রীলোকটী বিরাজ, হরেন্দ্রেরই অর্থে আজ সুখের অঙ্কে শায়িতা। বিরাজ মুহূর্ত্তেক পরে হরেন্দ্রকে যেন চিনিয়া ইঙ্গিতপূর্ব্বক ডাকিল। হরেন্দ্র তাহার দীন অবস্থার জন্য কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া বিরাজের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। একজন দ্বারবান্ তাহাকে তাড়াইবার উপক্রম করিয়াছিল, এমন সময়ে বিরাজ দ্রুতপদে নামিয়া আসিয়া দ্বারবান্‌কে বারণ করিল, এবং হরেন্দ্রকে উপরে লইয়া গিয়া বলিল "এ কি, তুমি হরেন্দ্র না! তোমার এ দশা!"

হরেন্দ্র পাষাণ-মূর্ত্তিবৎ। এ প্রশ্নে অণুমাত্রও বিচলিত হইল না। সে যেন তাহার পূর্ব্বাবস্থা এককালে বিস্মৃত হইয়াছিল। তাহার ভাবে বোধ হইত, যেন সে দরিদ্রের সন্তান, আজীবন ভিক্ষাই তাহার উপজীবিকা। অহরহঃ মদ্যপান, এ বিস্মৃতির নিদান।

হরেন্দ্র উত্তর দিল;—"দয়া ক'রে আমাকে খেতে দিন। কাল থেকে উপবাসী আছি।"

বিরাজ—"কাল থেকে উপবাসী আছ! কি সর্ব্বনাশ! তুমি, হরেন্দ্র, পথের ভিখারী!!" বিরাজের মুখ শুকাইয়া পাংশু বর্ণ ধারণ করিল।

হরেন্দ্র—"বদমায়েসেরা আমার বাড়ী ঘরদোর জোর ক'রে কেড়ে নিয়েচে। শালাদের একদিন দেখে নেব। আমার বড় খিদে পেয়েচে।"

বিরাজ সাদরে হরেন্দ্রকে একখানি সুকোমল সোফায় বসিতে বলিল; কিন্তু সে তাহার অবস্থা উপলব্ধি করিয়া

ধূলিময় মেঝের উপর উপবেশন করিল। এক পরিচারিকাকে জলখাবার আনিতে বলিয়া, বিরাজ একখানি ধৌতবস্ত্র ও পিরান লইয়া আসিল। তাহার অনুরোধে হরেন্দ্র তথায় স্নান করিয়া মলিন বস্ত্র ত্যাগ করিল, এবং প্রচুর খাবার খাইয়া বড় পুলকিত হইল। বিরাজ হরেন্দ্রকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার বিকৃত মস্তিষ্ক সকল গুলির বিশদ উত্তর দিতে পারে নাই। সে দিন হরেন্দ্র বিরাজের গৃহে আহারাদি করিয়া, এককোণে রাত্রিযাপন করিল। পরদিন প্রাতঃকালে বিরাজ তাহার হাতে পাঁচটী টাকা দিয়া বিদায় দিল, এবং বলিয়া দিল—"দেখ হরেন্দ্র, মাঝে মাঝে তুমি এখানে এসে খেয়ে যেও।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া হরেন্দ্র প্রস্থান করিল। আমরা শুনিয়াছি, বিরাজ-প্রদত্ত পাঁচটী টাকা হরেন্দ্র সেইদিনই শুঁড়ির দোকানে খরচ করিয়াছিল। আমরা আরও সন্ধান লইয়াছি, এই ঘটনার পর হরেন্দ্র কখন কখন বিরাজের অতিথি হইত; বিরাজও তাহাকে বড় যত্ন করিয়া খাওয়াইত। পাঠক! হরেন্দ্রকে অধুনা দেখিতে পাইবেন। জীর্ণ দুর্গন্ধময় বসনে উন্মত্তের ন্যায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জিজ্ঞাসা করুন, সকলেই বলিবে "ও লোকটা ভারি বড় মানুষের ছেলে, অবস্থা খারাপ হওয়ায় ওইরূপ হ'য়েছে।" কিন্তু প্রকৃত ঘটনা আমরা জানি।

সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

দারোগার দপ্তর।

মাসিক গল্প পুস্তক, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৷৹ টাকা,
উপহার পুস্তক সহিত সডাক ২।৹ সিকা।

পুলিস ইন্‌স্পেক্টার

বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

ইহাতে ডাকাতি, খুনখারাবি, জাল-জালিয়তী, চুরি-জুয়াচুরি প্রভৃতির ঘটনা ও তদন্তের কথা আছে। কিরূপ আশ্চর্য্য কৌশল ও বুদ্ধিবলে শূন্যমার্গে ফাঁদ পাতিয়া প্রকৃত অপরাধীগণকে ধৃত করা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়রসে অভিভূত হইতে হয়, এবং পাঠকের বুদ্ধি খুব প্রশস্তা হয়। এই গুণেই এই মাসিক পত্রখানি কাশ্মীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ, ব্রহ্মদেশ হইতে বেলুচিস্তান পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষে এবং আন্দামান দ্বীপে আদৃত হইয়াছে, এবং কোন কোন ব্যক্তি হিন্দী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশ করিতেছেন।

বিলাতের মিউজিয়মে ইহার এক এক খণ্ড রক্ষিত হয়।

শ্রীবাণীনাথ নন্দী,—কার্য্যাধ্যক্ষ।

১২ নং সিক্‌দার বাগান ষ্ট্রীট,—শ্যামবাজার—কলিকাতা।